NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ উত্তরপ্রদেশের সরকারি হাসপাতালে টর্চ জ্বেলে চিকিৎসা

ব্যাংককে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত অন্তত ৭

কলকাতা ২৯ জুলাই ২০২৫ ১২ শ্রাবণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.07.2025, Vol.19, Issue No. 50, 8 Pages, Price 3.00

‘সিঁদুরে’ আলোচনা, ‘মহাদেবে’ নিশানা

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান থামেনি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: সোমবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দিনে দফায় দফায় উত্তাল হয় সংসদ। বিরোধীদের হট্টগোলে অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয় দুপুর ২ টো পর্যন্ত।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের মুখে রাজনাথ সিং জানান, ‘পহেলগাঁও হামলার বদলা অপারেশন সিঁদুরে মাত্র ২২ মিনিটে জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে মেরেছে ভারতীয় সেনা। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে হামলা চালায় পাকিস্তান। ১০ মে রাতে পাকিস্তান মিসাইল ছোড়ে। পালটা হামলায় ভারত পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়। যদিও ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনও ক্ষতি হয়নি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বদ্ধপরিকর ভারত।’ এরপরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘কারও চাপে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হয়নি। ভারতীয় সেনার মার খেয়ে পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর অনুরোধ করেছিল। ১২ মে দুই দেশের ডিজিএমও-র মধ্যে কথা হয়। এর আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশ যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেয়।’ পাশাপাশি প্রয়োজনে আবার অপারেশন সিঁদুর শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ অপারেশন সিঁদুরেই থেমে থাকবে না। দেশবাসীর সুরক্ষার স্বার্থে যা যা করণীয়, তা করা হবে।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিক বার দাবি করেছেন, তাঁর হস্তক্ষেপেই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি সম্ভব হয়েছে। দাবি, বাণিজ্য করা হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তার পরেই দুই দেশ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাগাতার কেন্দ্রকে বিঁধেছে বিরোধীরা। তা নিয়ে সোমবার সংসদে জয়শঙ্কর বলেন, ‘পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। তার পর ১৭ জুন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও কথা হয়নি। তবে ১০ মে আমরা একটা ফোন পেয়েছিলাম। আমাদের জানানো হয়েছিল, পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে রাজি। আমরা বলেছিলাম, ডিজিএমও চ্যানেলে এ কথা বলুক পাকিস্তান। আমেরিকার সঙ্গে কোনও আলোচনাতেই বাণিজ্য নিয়ে কথা হয়নি।’

জয়শঙ্করের ভাষণের মাঝে বিরোধীরা হইহট্টগোল শুরু করায় উঠে দাঁড়িয়ে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ‘বিরোধীদের বিদেশমন্ত্রীর উপর ভরসা নেই। ভরসা আছে অন্য দেশের উপর।’ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন শাহ। দুপুর ১২টায় তাঁর ভাষণ শুরু হতে পারে।

উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে মোদী-শাহকে এদিন প্রথম থেকেই নিশানা করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তোলেন, ‘জঙ্গিরা কীভাবে ভারতে ঢুকল? কোথায় ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?’ কার চাপে মাঝপথে অপারেশন সিঁদুর থামানো হল, সেই প্রশ্নও তুললেন তিনি। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ‘অপারেশন সিঁদুর এখনও থামেনি। পাকিস্তান কথার খেলাপ করলেই আবার শুরু হবে অভিযান।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘কীভাবে চার জঙ্গি ভারতে ঢুকে এত লোককে মারল? কীভাবে পাকিস্তানে চলে গেল তাঁরা? কোথায় ছিল বিএসএফ, সিআরপিএফ? কোথায় ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (অমিত শাহ)?’ কল্যাণের কথায়, ‘সেনাবাহিনীর প্রশংসা করছি। কিন্তু কার চাপে থামানো হল অপারেশন সিঁদুর?’

খতম পহেলগাঁও হামলার মূল চক্রী

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার বদলা নিল ভারতীয় সেনা। ‘অপারেশন মহাদেব’ অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরে সেনার গুলিতে খতম ৩ জঙ্গি। সূত্রের খবর, নিহত জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে বৈসরন উপত্যকায় হামলার মাস্টারমাইন্ড সুলেমান মুসা ও তার দুই সঙ্গী। পাক মদতপুষ্ট জেহাদি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার সদস্য মুসা। পাক সেনাতে হাশিম মুসা নামে কাজ করত ওই জঙ্গি।

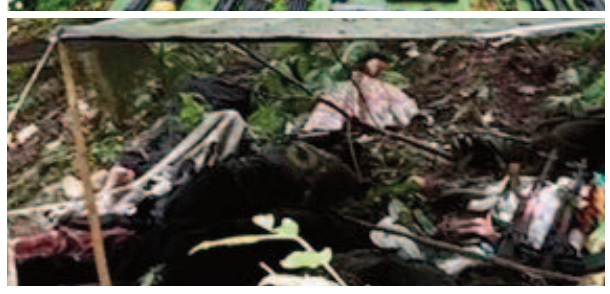

প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, মৃত জঙ্গিরা প্রত্যেকেই লস্কর-ই-তইবার সদস্য। যদিও সরকারিভাবে এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও সন্ত্রাসে তিন পাক জঙ্গি যুক্ত ছিল বলে আগেই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সকালে শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গল এলাকায় অভিযানে নেমেছিল ভারতীয় সেনার চিনার কোর। অভিযানের নাম ছিল ‘অপারেশন মহাদেব’। জঙ্গিদের সম্ভাব্য ঘাঁটিকে টার্গেট করে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তাবাহিনী। এই অবস্থায় পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে সেনাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গি। পালটা জবাব দেয় নিরাপত্তাবাহিনী। দীর্ঘক্ষণ দুইপক্ষের গুলির লড়াই চলার পর তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে বৈসরন উপত্যকায় হামলার মাস্টারমাইন্ড সুলেমান মুসা ও তার দুই সঙ্গী আবু হামজা এবং ইয়াসির। ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকজন জঙ্গি এখনও লুকিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, নিকেশ হওয়া জঙ্গিদের কাছ থেকে একটি কমিউনিকেশন ডিভাইস উদ্ধার হয়েছে, যা ডিকোড করে সেফ হাউস ও পি-৩ শব্দ সামনে এসেছে। মনে করা হচ্ছে, পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে এই জঙ্গিরা যুক্ত থাকতে পারে।

সূত্রের খবর, দুই দিন আগেই সেনার নজরে এসেছিল বেশ কিছু সন্দেহজনক যোগাযোগ। শ্রীনগরের কাছে দাচিগাম জঙ্গল থেকে এই কমিউনিকেশন করা হয়েছিল। এরপরই আজ যৌথ অভিযানে নামে সেনা, পুলিশ ও সিআরপিএফ। স্থানীয় বাসিন্দারাও জঙ্গিদের লোকেশন খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬ জন পর্যটকের। ঘটনার তদন্তে নেমে কাশ্মীরের স্থানীয় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, এই হামলায় যুক্ত ৩ লস্কর জঙ্গি যারা পাক নাগরিক। যদিও তদন্তকারী সংস্থা এখনও তাদের নাম প্রকাশ করেনি। জানানো হয়েছে উপযুক্ত সময়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

ভোট-যুদ্ধের ‘দামামা’

বিএলওদের ‘অনুরোধ’, কমিশনকেও হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা করছে নির্বাচন কমিশন। তবে গোটা প্রক্রিয়া নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই আবহে বীরভূমের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বাংলায় বুথ স্তরের আধিকারিক বা বিএলও-দের কাছে মানুষজনকে অযথা হেনস্থা না-করার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা রাজ্য সরকারেরই কর্মচারী। সোমবার প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএলও-দের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, ভোটার তালিকা থেকে যাতে কারও নাম বাদ না-যায় সেটা দেখার।’ বিএলওদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ‘ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর দায়িত্ব নেয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে এবং পরে রাজ্য সরকারের হাতেই প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকে। আপনারা রাজ্য সরকারের চাকরি করেন। কোনও মানুষকে অযথা হেনস্থা করবেন না।’

বীরভূমের প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই বাংলার বুথ স্তরের আধিকারিক বা বিএলওদের কাছে মানুষজনকে অযথা হেনস্থা না-করার আর্জি যেমন জানিয়েছিলেন। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই বোলপুরের জনসভা থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়ান মমতা। তৃণমূলনেত্রী বলেন, ‘বাংলায় (ভোটার তালিকা থেকে) নাম বাদ দিয়ে দেখুন। ছৌ নাচ দেখবেন, ধামসা-মাদল দেখবেন। ঢোল আছে ঢোল, আছে কাঁসরঘণ্টা-শঙ্খও। শুনেছেন কখনও? বাজিয়ে দেব দামামা।’ ভোটমুখী বিহারে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছে কমিশন। এই রাজ্যে কমিশনের সমীক্ষকদের সঙ্গে রাজ্যের মা-বোনেরাও বাড়ি বাড়ি যাবেন কি না, সেই প্রশ্ন ছুড়ে দেন মমতা। কমিশন ‘ডবল ইঞ্জিন সরকারে’র কথায় চলছে বলেও তোপ দাগেন তিনি।

ভোটার তালিকা থেকে রাজ্যের দীর্ঘ দিনের ভোটারদের নাম যাতে বাদ না-পড়ে, সে দিকেও নজর রাখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘ধরুন একটা ছেলে চার দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছে, তার নাম বাদ দিয়ে দেবেন? তা কি হয়?’ এই সূত্রেই জেলাশাসকদের ‘চোখ-কান খুলে রাখার’ পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের কাজে যে তিনি সন্তুষ্ট নন, তাও বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘জেলাশাসকদের একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। অনেক সময় দেখছি জেলাশাসকেরা দায়িত্ব দিচ্ছেন নীচের কাউকে। এই যে ১০০০ লোককে দিল্লি নিয়ে গিয়েছে প্রশিক্ষণ দেওয়াতে। জেলাশাসকদের উচিত ছিল আমাকে বা মুখ্যসচিবকে বলা। কিন্তু তাঁরা সেটা করেননি।’

পরিযায়ী শ্রমিকদের বার্তা ঘরে ফেরার

মিলন গোস্বামী ● বোলপুর

ভাষার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যারা বাংলাকে এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর অত্যাচার ও অপমান করছেন তাদের বিরুদ্ধে সোমবার রাজ্য স্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে কবিগুরুর শান্তিনিকেতনকেই বেছে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার রাত্রেই বোলপুরে পৌঁছেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার গীতাঞ্জলি সভাকক্ষে ছিল প্রশাসনিক সভা। আর এই সভা শেষেই বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতেই পথে নামেন তিনি।

বিশ্বভারতীর আশ্রমিক, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ-সহ দলীয় কর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, নজরুল-সহ বিভিন্ন মনীষীদের ছবি হাতে প্রায় ৪ কিলোমিটার বোলপুর শহর পরিক্রমা করেন তিনি। পথ পরিক্রমা শেষে জামবনি মোড়ে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন তিনি। মমতা বলেন, ‘কেন্দ্র এনআরসির নাম করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন, বাংলা থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন সেখানে তারা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। অথচ বাংলাতেও বহু রাজ্য থেকে বিভিন্ন শ্রমিক এ রাজ্যে আসেন পেটের টানে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সসম্মানে তাদের পাশে দাঁড়ান।’

ভোটার-আধারকে মান্যতার পরামর্শ সর্বোচ্চ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: বিহারের এসআইআর মামলায় পূর্বনির্ধারিত পয়লা অগস্ট ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশের উপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ। তবে এদিন ফের অন্তত ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডকে গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সর্বোচ্চ আদালতে এসআইআর মামলার শুনানির সময় বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চান, কেন ভোটার এবং আধার কার্ড বিবেচনা করা হচ্ছে না, তা নিয়ে। সঙ্গে এও বলেন, জালিয়াতি হয়েছে বলে উল্লেখ করে আপনারা ব্ল্যাংকেট বাতিল করতে পারেন না। এরপরই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, ‘যে ১১টা নথি আপনারা দিয়েছেন, তার মধ্যেও তো কোনও নথি কখনও নকল বেরোতে পারে। তার জন্য আপনারা সবার ক্ষেত্রে সেই নথি বাদ দিতে পারেন না। আধারকে যুক্ত করুন।’

এদিকে খসড়া তালিকায় স্থগিতাদেশের আর্জি করেন আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ ও কপিল সিবাল। শীর্ষ আদালতে তাঁরা সওয়াল করেন, আধার, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডকে বিবেচনা করার কথা বলেছিল আদালত। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ‘জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উত্তর আপনি মনে হয় ঠিক করে পড়েননি। আপনারা আগের শুনানিতে স্থগিতাদেশ চাননি।’

তালিকা প্রকাশ

■ **রাজ্যের ২০০২ সালে ভোটার তালিকা প্রকাশের কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই ১০৯ টি বিধানসভা এলাকার নাম প্রকাশ করেছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটে এই তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় নাম থাকা ভোটারদের আপাতত স্বস্তি এসআইআরে। ২০০২ সালে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার ভোটার তালিকা নামে ওই ভোটার তালিকা দেখা যাবে।**

সংঘর্ষবিরতি

■ **থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। সোমবার দু’দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক সেরে এমনটাই ঘোষণা করলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। এদিন সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায়। সেখানে আনোয়ারের বাসভবনে শুরু হয় বৈঠক। সূত্রের খবর, বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন আমেরিকা এবং চিনের রাষ্ট্রদূতরাও।**

দিব্যাই দেশ-মুখ

দাবায় ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উনিশের তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ভারতীয় কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ। দুই রাউন্ডের ক্লাসিক গেমের নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সোমবারও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দু’জনের। টাইব্রেকারে র‍্যাপিড বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নকেই ফেভারিট ধরা হচ্ছিল। তবে বিধাতা হয়তো অলক্ষে হাসছিলেন। কেউ ভাবতেও পারেননি পাশা উল্টে দেবেন ১৯ বছরের এক মেয়ে।

টুর্নামেন্টে পা রেখেছিলেন ১৮তম বাছাই থেকে। একের পর এক নক্ষত্র পতন হয়েছে তাঁর হাতে। ফাইনালেও সেই ট্রেন্ড বজায় রেখে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু কনেরু হাম্পিকে হারিয়ে মেয়েদের ফিডে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে নিলেন দিব্যা।

প্রথম র‍্যাপিড গেম শেষ হয় অমীমাংসিত ভাবে। তবে দ্বিতীয় গেমে বাজিমাত করেন দিব্যা। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেও বর্তমানে ভারতের এক নম্বর মহিলা দাবাড়ু হাম্পিকে হারিয়ে দেন। দুই গেম মিলিয়ে

ম্যাচের ফল হয় ১.৫-০.৫। এই ম্যাচ জিতে ইতিহাস গড়লেন দিব্যা। আর এই জয়ের উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ল আশ্রুধারায়। অশ্রু তো দুঃখের নয়, এর মাঝে রয়েছে এক মুঠো আনন্দ। হয়তো বা কষ্টের অসংখ্য মুহূর্ত মনে করিয়ে দেয় এই সাফল্য প্রাপ্তির মুহূর্তে।

তবে এদিনের এই জয়ে ইতিহাস গড়লেন প্রথম ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলেন। খেতাব জিতে সরাসরি পেলেন গ্র্যান্ডমাস্টার শিরোপাও। ভারতের মহিলা দাবাড়ুদের মধ্যে চতুর্থ হিসেবে এই নজির গড়লেন। ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে ৮৮তম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন দিব্যা। বিশ্বনাথন আনন্দ, দিব্যেন্দু বড়ুয়া, গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দদের সঙ্গে তালিকায় নাম জুড়ল তাঁর।

ওবিসি নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি সার্টিফিকেটের মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট কীভাবে বাতিল করতে পারে, সেই প্রশ্নও সোমবার তোলে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ। এই মামলা হাইকোর্টে ফিরিয়ে আগামী ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে শুনানি শেষ করার আবেদনও জানানো হয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে।

এদিন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়া বেঞ্চে চলছিল ওবিসি মামলার শুনানি। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল। গত ১৭ই জুন রাজ্যের ওবিসি তালিকার উপরে স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। যার পাল্টা রাজ্য সরকার আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দ্বারস্থ হয় শীর্ষ আদালতে। গত ২৪ জুলাই প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা মেনশন করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল। সেই ভিত্তিতে সোমে শুনানি হয় শীর্ষ আদালতে।

এদিন শুনানির শুরুতেই কীভাবে একটি এক্সিকিউটিভ ফাংকশনে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ বসাতে পারে বলে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘সংরক্ষণ প্রদানের জন্য এক্সিকিউটিভ ইনস্ট্রাকশন বা নির্বাহী নির্দেশনা যথেষ্ট এবং এই ক্ষেত্রে আলাদা কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।’

এরপরেই রাজ্যের হয়ে সওয়ালকারী কপিল সিবাল প্রধান বিচারপতির কাছে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশে স্থগিতাদেশ বসানোর আর্জি করেন। তাঁর যুক্তি, ‘কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের জেরে অনেকের ভবিষ্যৎ বিশবাঁও জলে। তাই এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত। দু’পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত জানায়, এভাবে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া যায় না। সংরক্ষণ প্রদানের জন্য এক্সিকিউটিভ ইনস্ট্রাকশন বা নির্বাহী নির্দেশনা যথেষ্ট এবং এই ক্ষেত্রে আলাদা কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। এদিকে হাইকোর্ট একটি অবমাননার মামলা দায়ের করেছে। তার মধ্যেই আবার স্থগিতাদেশও চাপিয়েছে। যার জেরে একাধিক নিয়োগ থেকে পদোন্নতি, সবই আটকে রয়েছে।’

এদিকে সূত্রে এও খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ওবিসি মামলায় শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে নতুন বেঞ্চ গঠন করতে হবে। কারণ হাইকোর্ট যে পর্যবেক্ষণ করেছে তাতে সমস্যা রয়েছে। হাইকোর্টের বেঞ্চ পাল্টানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা হয় সুপ্রিম কোর্টের তরফে। অর্থাৎ নির্দেশ মতো হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ বদলানোর সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ই জুন রাজ্যের ওবিসি তালিকার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দ্বারস্থ হয় সুপ্রিম কোর্টের। গত ২৪ জুলাই প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা মেনশন করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল। কারণ, ওবিসি মামলা ঝুলে থাকায় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি, নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় রাজ্য সরকারকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে জুলাই, ১২ ই শ্রাবন মঙ্গল বার, নাগ পন্‌ঞ্চমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরি মঙ্গল র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় র প্রয়াণ দিবস। অষ্টনাগ পুজো। শ্রী নাগ পন্‌ঞ্চমী ও ষট্ পঞ্চমী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি MUMTAJ AHMAD S/O IQBAL AHMAD R/O D/5 Wellington Jute Mill line PO Rishra P.S.- Serampore Dist Hooghly-712248, ভুলবশত আমার PF A/C NO (WV3395) and ESI (8266926) Code no NEW0642 তে আমার নাম লিখা আছে JAMIL AHAMED S/O ABDUL QAYUM আসল এ হবে MUMTAJ AHMAD S/O IQBAL AHMAD, গত ২৫/০৫/২০২৫ তারিখ LD জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট SERAMPORE কোর্ট থেকে affidavit (No 8025) করে এই প্রমাণ করছি জে MUMTAJ AHMAD S/O IQBAL AHMAD আর JAMIL AHAMED S/O ABDUL QAYUM দুই জন এক অর অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি ANUJ KUMAR SHAW S/O LATE PARMANAND SAH R/O 3, R N SHA ROAD, PO & PS Rishra Dist Hooghly 712248, ভুলবশত আমার PF NO (WX3361 Code no NER017 & Member id WBHLO 00000580000003183) তে আমার বাবার নাম লিখা আছে BISWANATH SHAW আসল এ হবে PARMANAND SAH, গত ২৫/০৭/২০২৫ তারিখ LD জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1ST CLASS SERAMPORE কোর্ট থেকে affidavit (No 8026) করে এই প্রমাণ করছি জে আমার বাবার নাম PARMANAND SAH আর BISWANATH SHAW দুই জন এক আর অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী মানু সেন, স্বামী - দিলীপ কুমার সেন, সাং ঘোলা, কাজারী রোড, নরেন্দ্র পল্লী, পোঃ + থানা বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। A.D.S.R বারাসাত রেজিস্ট্রি অফিসে 3149/2009 নং দলিলমূলে জয়ন্তী রানী সাহা পক্ষে উক্ত অফিসের 4 নং বইয়ের 466/2005 নং আমমোক্তার নামা মূলে গৌরাঙ্গ দাস, পিতা সুধীর চন্দ্র দাস মহাশয় কে আমমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত করেন। মৌজা ঘোলা, জে.এল.নং 99 আর.এস.দাগ 251,256,257 এর এল.আর নং 526 দাগে ১ কাঠা ৮ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমি ক্রয় করেন। উক্ত দাগের সম্পত্তিতে কারোর কোনো অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি পাইবার এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন অন্যথায় পরবর্তীতে আপত্তি করিলে সর্বত্র অগ্রাহ্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী বেনুকর দাস, পিতা- রণজিৎ কুমার দাস, সাং রামকৃষ্ণপুর, পোঃ থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। বারাসাত ১ নং B.L.R.O অফিসে রেকর্ড করার জন্য আবেদন করিলে জানতে পারে, মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জে.এল.নং ৮১ আর.এস. দাগ ২৭৪ তথা এল.আর নং ৩১ নং দাগে A.D.S.R বারাসাত ৪ নং বহির ৪৬২/১৯৯২ রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয় হইয়াছে উক্ত দাগের সম্পত্তিতে ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩ বর্গফুট জমি রেকর্ড এর জন্য B.L.R.O অফিসে আবেদন করিয়াছে। উক্ত সম্পত্তিতে কারোর কোনো অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি পাইবার এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন অন্যথায় পরবর্তীতে আপত্তি করিলে সর্বত্র অগ্রাহ্য হইবে।

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, মহম্মদ হামিদুল হক, মহঃ এমদাদুল হক, মহঃ ফজলুল হক উভয়ের পিতা - আব্দুল হক উভয়ে জে.এল. নং - ৪২ মহাদেবপুর মৌজায় ১৫/৭/২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০১০ নং আমমোক্তার বলে মহম্মদ ইসলাম কে উক্ত মৌজায় - ৫৩৫/১, ৫৩৬/১ ও ৫৩৭/১ খতিয়ান হইতে হাল ৪৮২ দাগে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি এবং উক্ত মহম্মদ ইসলাম ওই আমমোক্তার বলে গত ইং - ১৫/৭/২০২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪১২০ নং দলিল মূলে ফারজানা খাতুন, স্বামী - নূর হাসানকে বিক্রয় করেন ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মহম্মদ হামিদুল
পান্ডুয়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হইতেছে যে- ১) সমরনাথ দে, ২) শঙ্করনাথ দে, ৩) রাজলক্ষ্মী ধর, ৪) করুনা দে, ৫) মানিক দে, ৬) জয়ন্তী দত্ত, ৭) জয়তী রায়, সর্বসাং- গোয়াবাগান কোল-৬, গত ইং ১৪/০৭/২০০৪ তারিখে ডি.এস.আর-II উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV- ৫৬৭ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শ্রাবনী ব্যানার্জীকে মৌজা- ছোটোজাগুলিয়া, জে.এল. ১১৫, এল.আর খতিয়ান- ১৬০৩, ১৩৭৬, ১২৩৬, ৯৪০, দাগ নং ১৮৩৪, ১৭১৬ তে মোট ২ একর ২৯ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। শ্রাবনী ব্যানার্জী উক্ত তপশীলে জমি বিগত ইংরাজী ২০/০৮/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর-II উত্তর ২৪ পরগনা অফিসের I-১১২৩৭ নং দলিলমূলে মহঃ সামসুল হুদা গং কে ১ একর ২১.৯০ শতক জমি বিক্রয় করেন। মহঃ সামসুল হুদা গং উক্ত জমি গত ইং ৩১/০১/২০১৭, ১৪/০২/২০১৭, ০৩/০৩/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর-III উত্তর ২৪ পরগনা অফিসের I-৬৬৩, I-১০৮০, I-১৬৫০ নং দলিলমূলে ১) শিমুল চন্দ্র সরকার, ২) মায়ারানী সরকার, ৩) প্রশান্ত সরকার, সর্বসাং-২০/১ সুভাষপল্লী, পোষ্ট ও থানা- নিমতা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোল - ৪৯ কে মোট ১ একর ২১.৯০ শতক জমি বিক্রয় করেন। বর্তমানে ক্রেতাত্রয় উক্ত জমি নিজ নামে রেকর্ড করিতে চায়। উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিল ও উক্ত জমিতে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাস সময়ের মধ্যে বারাসাত-১ বি.এল. এ্যান্ড এল.আর, ও অফিসে ও বর্তমান রায়তগণের সহিত যোগাযোগ করিবেন।

প্রসেনজিৎ সরকার
এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, বারাসাত

আমমোক্তারনামা ঘোষণা

লিখিতং আমরা ১) শ্রী অসীম চৌধুরী,পিতা-মৃত অখিল চৌধুরী, ২) শ্রী নিরঞ্জন মন্ডল, পিতা-মৃত সারথী মন্ডল, উভয়ের সাং-জঙ্গল পূর্ব্ব, পোঃ- মদনপুর, পিন-৭৪১২৪৫, থানা-চাকদহ, জেলা- নদীয়া, উভয়ের পেশা- ব্যবসা। নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি যাহা আমরা বিগত ১৮/০৬/২০১৮ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস.আর অফিসের IV নং বাহির ১৯০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জঙ্গল সাকিনের মীতা দে, পিতা-মৃত সুধীর কুমার দে দিং এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়ঃ জেলা- নদীয়া, থানা- চাকদহ, মৌজা- ৯৫ নং জঙ্গল, এল.আর খতিয়ান- ৮৭০, আর.এস ও এল.আর দাগ ৮৯৭, রকম বাড়ী জমির পরিমান- ০৮ শতক জমি আমমোক্তারকৃত।

।। আমমোক্তারনামাবিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শ্রী সুজিত রায়, পিতা – শ্রী সতীন্দ্রনাথ রায় ও আমার স্ত্রী শ্রীমতি টুম্পা রায়, স্বামী – শ্রী সুজিত রায়, বিগত ইং **১৯শে জানুয়ারী ২০১৫** সালে **A.D.S.R. বারাসাত** রেজিষ্টিকৃত ০০৩৮০ নং সাফ কোবালা দলিল, বিগত ইং **২৭শে অক্টোবর ২০১৩** সালে **A.D.S.R. বারাসাত** রেজিষ্টিকৃত **০৬২২৪** নং **আমমোক্তারনামা** দলিলের মাধ্যমে ১ কাঠা ০৮ ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা **গঙ্গানগর,** জে.এল.নং **৫১,** L.R. **দাগ ৫৮৫,** বর্তমান L.R. **খতিয়ান ৯১৯।** উক্ত খতিয়ান হইতে **MN/2025/1503/26474** ও **MN/2025/1503/26478** নং কেস মূলে আমার (সুজিত রায়) ও আমার স্ত্রী (টুম্পা রায়) নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

সুজিত রায়
টুম্পা রায়
দোহাড়িয়া, মধ্যমগ্রাম

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, সাইফুল মন্ডল, পিতা - মহম্মদ রিজাক ও পিংকি মন্ডল, স্বামী - সাইফুদ্দিন আহমেদ উভয়ে জে.এল. নং - ২০ বৈঁচী মৌজায় ২৭/১২/২৩ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৫৩১ নং আমমোক্তার বলে অতনু হালদার কে উক্ত মৌজায় - ৭৬৭৯ ও ৭৭৫৪ খতিয়ান হইতে হাল - ১২২১৬ দাগে ১১ শতক জমিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি এবং উক্ত অতনু হালদার ওই আমমোক্তার বলে গত ইং - ১৪/৫/২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪৬৫ নং দলিল মূলে মল্লিক মহম্মদ সফিক, পিতা - ইসা দুকারি মল্লিক কে বিক্রয় করেন ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

সাইফুল মন্ডল
পান্ডুয়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী সোমনাথ দাস** পিতা ৺সখারাম দাস, **২)শ্রীমত্যা কাকলি দাস** স্বামী ৺তাপস কুমার দাস, **৩)তরুনিমা দাস** পিতা ৺তাপস কুমার দাস, সকলের সাকিম আকনা, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৮/০৯/২০২২ তারিখে সম্পাদিত ও ২৯/০৯/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6122/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে যথাঃ ১)বিগত ইং ২০/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3489/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ক)শ্রী অনুপ সমদ্দার** ও **খ)শ্রী অর্ঘ সমদ্দার** উভয়ের পিতা রণজিৎ সমদ্দার, উভয়ের সাকিম আকনা, নতুনপাড়া, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়দ্বয়কে ০৫ কাঠা ০৮ ছটাক ১১ বর্গফুট সম্পত্তি ও ২)বিগত ইং ০৫/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6315/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুস্মিতা মন্ডল** স্বামী শ্রী রিপন মন্ডল সাকিম আকনা, নতুনপাড়া, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়াকে ০৪(চার) কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, ১৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৮৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৯৪ তথা হাল এল.আর. ৩৪৫ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ২২৭ শতক তন্মধ্যে **ক)শ্রী অনুপ সমদ্দার** ও খ)শ্রী অর্ঘ সমদ্দার মহাশয়দ্বয়কে ০৫ কাঠা ০৮ ছটাক ১১ বর্গফুট বা ০৯.১০০২ শতক এবং **শ্রীমতী সুস্মিতা মন্ডল** মহাশয়াকে ০৪(চার) কাঠা বা ০৬.৬০ শতক সম্পত্তি, দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **ক)শ্রী অনুপ সমদ্দার** ও **খ)শ্রী অর্ঘ সমদ্দার** উভয়ের পিতা রণজিৎ সমদ্দার, এবং শ্রীমতী সুস্মিতা মন্ডল স্বামী শ্রী রিপন মন্ডল মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

নবান্ন অভিযানে জাতীয় পতাকা বহন ও মাইকে বাধা!

ডেপুটি কমিশনার সাউথ-এর বিরুদ্ধে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযান ঘিরে রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া নিরাপত্তা বলয় সোমবার সকালেই রাজনৈতিক চাঞ্চল্যে পরিণত হল। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে জাতীয় পতাকা, মাইক্রোফোন, ব্যানার বহন করার জন্য যে গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, তা আটকে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সরাসরি ডেপুটি কমিশনার (সাউথ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে লিখিতভাবে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে।

চিঠিতে সংগঠনের অভিযোগ, সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ শহিদ মিনার চত্বরে শান্তিপূর্ণ জমায়েতের সময় একটি ভাড়া করা বাণিজ্যিক গাড়িতে জাতীয় পতাকা, লাউডস্পিকার, মাইক ও ব্যানার বহন করা হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই ডেপুটি কমিশনার (সাউথ) হস্তক্ষেপ করেন এবং কোনও লিখিত ব্যাখ্যা ছাড়াই গাড়ির গতিরোধ করেন। সংগঠনের তরফে প্রশ্ন করা হলে জানানো হয়; 'এটা বেআইনি।' কিন্তু কোন আইন অনুযায়ী তা বেআইনি, তা দেখাতে অস্বীকার করা হয়। মঞ্চের অভিযোগ; শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে জাতীয় পতাকা বহন কি সত্যিই বেআইনি? এ কেমন গণতন্ত্র? তাদের দাবি, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার। জাতীয় পতাকা ও মাইক নিয়ে প্রতিবাদ করাই যদি বেআইনি হয়, তবে সেটা দেশের গণতন্ত্রের অপমান।

চিঠিতে সংগঠনের আহ্বায়ক জানান, আমরা আইন মেনে আন্দোলন করতে চাই। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এমন আচরণ করছে যেন দেশের জাতীয় প্রতীক নিয়ে চলাই অপরাধ! নবান্ন অভিযানের আগে হাওড়া-কলকাতা জুড়ে পুলিশের নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। রবিবার রাত থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ব্যারিকেড বসানো হয়। হাওড়া স্টেশন, কাজীপাড়া মোড়, রেলওয়ে মিউজিয়াম এলাকায় কড়া নজরদারি। মাঠে নেমেছে জলকামান, রোবোকপ, কুকুর স্কোয়াড, ড্রোন। মোতায়েন হয়েছে প্রায় ১৫০০ পুলিশ সদস্য, সঙ্গে র‍্যাফ ও কুইক রেসপন্স টিম। এর আগে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, ২৮ জুলাই অনুমতি ছাড়া কোনও জমায়েত আইনত বৈধ নয়। তাই পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ আইন ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। যদিও আন্দোলনকারীদের দাবি, প্রতিবছর এই কর্মসূচির জন্য চাকরি প্রার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করা হচ্ছে। হাওড়ার মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ, প্রতিবছর আন্দোলনের নামে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নাগরিকদের আশঙ্কা, ট্রাফিক জ্যাম, দেরি, বিভ্রান্তি ও হয়রানি আরও বাড়বে।

তবে আন্দোলন থেমে নেই। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ জানিয়েছে, বহু কর্মী আগের রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত হয়নি। পুলিশের কড়াকড়িকে তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আখ্যা দিয়েছে।

জাতীয় পতাকা নিয়ে পথে নামা কি অপরাধ?

এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল শহরের রাজনীতি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, আর প্রশাসনের মৌনতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে উত্তেজনা।

'নবান্ন চলো' কর্মসূচি প্রত্যাহার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ পর্যন্ত 'নবান্ন চলো' আন্দোলন প্রত্যাহার করল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তবে এই প্রত্যাহারের মধ্যেও আন্দোলনের স্বর স্তিমিত হয়নি, বরং আরও বৃহত্তর কর্মসূচির ইঙ্গিত দিয়ে রেখে গেলেন মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তিনি জানান, প্রশাসনের তরফে আজকের কর্মসূচি রুখে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও আমরা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পুলিশের অনুরোধে সর্বসম্মতভাবে আজকের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ভাস্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই আন্দোলনের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া গেছে; শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সংবিধান আমাদের সেই অধিকার দিয়েছে।

তাঁর কথায়, আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করলাম ঠিকই, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা থেকেই আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে আমরা এগোব। সেই আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে বার্তা, আজকের কর্মসূচি প্রত্যাহার কোনো পরাজয় নয়, বরং সংগঠনের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর সদস্য ভাস্কর ঘোষ জানান, আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করলাম ঠিকই। কিন্তু আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে গেছে। আমাদের শিখতে হবে; আন্দোলনের জন্য কারোর অনুমতি লাগে না। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

বাঙালি অস্মিতায় শান দিতে তৃণমূল আগে অবাঙালি সাংসদদের সরিয়ে দিক: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঙালির নামে ভুয়ো ভোটার, বাংলা থেকে বাঙালিকে সরিয়ে অন্যকে আনছে তৃণমূল, সোমবার দিল্লি যাওয়ার আগে এভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের 'ভাষা আন্দোলন'-কে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর প্রশ্ন, যদি বাঙালি অস্মিতাকে প্রাধান্য দিতে হয়, তাহলে তৃণমূল সাকেত গোখলে, শত্রুঘ্ন সিনহা, ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদের মতো অবাঙালিদের সরিয়ে সেই স্থানে বাঙালিদের নিয়ে আসুক।

সুকান্তর মতে, লোকসভায় একজন প্রকৃত বাঙালি মুসলমানকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না দিয়ে বহিরাগতদের তুলে ধরা হচ্ছে। নির্বাচন এলেই যাঁরা বাংলায় কথা বলেন না, মারাঠি, বিহারি বা গুজরাতিদের এনে দাঁড় করানো হয়। অথচ যারা সত্যিই বাংলা ও বাঙালির কথা বলে, তাদের দমন করা হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, এই অধিবেশনেই তৃণমূলের প্রত্যেক সাংসদ যেন বাংলায় বক্তব্য দেন। আমরাও চাই, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরাও বাংলায় বক্তৃতা দিন। দেখা যাক কে কতটা করে দেখাতে পারেন।

হরিয়ানায় দিল্লি পুলিশের হাতে প্রহৃত কিছু মাতালদের ভিডিও পোস্ট করে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ দাবি করছেন, হরিয়ানায় বাঙালিরা নিগৃহীত হচ্ছে, সেটা ভুয়ো ছিল, প্রমাণিত হয়ে গেছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, লালু প্রসাদের সময়ে বিহারের সার্টিফিকেট দেখে লোকেরা সন্দেহ করত, ঠিক সেভাবেই অন্য রাজ্যের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের ভোটার-আধারকে সন্দেহর চোখে দেখছে, এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী।

তিনি আরও বলেন, আজ যাঁরা দুর্গাপুজোর সময় হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালায়, তাঁরা নিজেরাও বলে 'আমরা বাঙালি'। তাহলে প্রশ্ন ওঠে; দুর্গামূর্তি ভাঙা বা মণ্ডপে হামলা চালানো এই তথাকথিত 'বাঙালিরা' আসলে কারা?

সুকান্তর অভিযোগ, ২০০২-০৩ সালের স্পেশ্যাল ইন্টেনসিভ রিভিশনের সময় যেমন বাংলায় ৬০ লক্ষ নাম বাদ গেছিল, আবার ২০ লক্ষ নাম নতুন করে তোলা হয়েছিল, এবারেও একইভাবে ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত বাঙালিকে বাদ দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম তোলা হচ্ছে। একসময় বিহারের শংসাপত্র দেখলে সেটা সন্দেহজনক ছিল, তখন আধার ছিল না, এখন ভুয়ো আধার কার্ডের ভিত্তিতেও এই অনুপ্রবেশ চলছে।

তিনি আরও বলেন, দিনহাটায় বিজেপির কোনও রাজনৈতিক উপস্থিতি নেই, সেখানে শাসক দলের কর্মীদের খুন, বাড়ি ভাঙচুর চলছে। কোথাও রবীন্দ্রনাথ ঘোষের লবি, কোথাও তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ ও বর্তমান মন্ত্রীর লবি; কে কাকে মারছে, ভাঙছে, বোঝা যাচ্ছে না। সুকান্তের মন্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে নতুন আন্দোলনের বার্তা দিচ্ছে বিজেপি। তাঁর কথায়, গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে তৃণমূলকে সরাতেই হবে।

বাংলাকে খোলা বাজারে পরিণত করেছে তৃণমূল : শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের 'প্রতিষ্ঠানিক লুট'-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ২৪ হাজার চাকরি বিক্রির মাধ্যমে যুবসমাজকে প্রতারিত করা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, এবং মৌলবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে মুখ্যমন্ত্রী এখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলা ও বাঙালিকে সামনে এনে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছেন। এর ফলে সমস্যায় পড়ছেন রাজ্যের বাইরে কাজ করা লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা এখন উদ্বেগে ও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন। শমীকের দাবি, তারা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ করে শমীক একের পর এক প্রশ্ন তোলেন, 'কেন বাংলার ৪০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে? কেন বেঙ্গালুরু শহরের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা বাংলা? কেন বাংলার ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার যুবক-যুবতী বেঙ্গালুরুতে চাকরি করছেন? কেন একের পর এক শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন?' তাঁর সাফ কথা, এর জন্য দায়ী শুধুমাত্র তৃণমূল সরকারের অপশাসন ও বিনিয়োগবিমুখ ভাবমূর্তি।

ভোটার তালিকা নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। শমীকের কথায়, 'তৃণমূলের অ্যাজেন্ডা হল, রোহিঙ্গা ও ভুয়ো ভোটারদের নাম যেন কোনওভাবেই বাদ না পড়ে। অথচ ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা পাননি, তাঁরা জানেন এই সরকার আর টিকবে না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে তাঁরা আমাদের ভুয়ো ভোটারদের তালিকা দিচ্ছেন।' ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

চূড়ান্ত যাচাইয়ের আগেই চিহ্নিত শতাধিক ভুয়ো ভোটার, কমিশনের স্ক্যানারে তিন জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে চূড়ান্ত যাচাইপর্ব শুরুর আগেই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের নজরে এল শতাধিক ভুয়ো ভোটার।

তদন্তে উঠে এসেছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-রা কমিশনের বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও বেআইনিভাবে নতুন ভোটার তালিকায় নাম সংযোজনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগারওয়ালের দপ্তর আগে থেকেই সম্ভাব্য গরমিল সম্পর্কে তথ্য পেয়েছিল। অনলাইনে তথ্য যাচাই করতেই ফাঁস হয়ে যায় ভুয়ো নামের তালিকা। সোমবার জরুরি ভিত্তিতে ওই তিন ইআরও-কে তলব করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তাঁদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, কোন নথির ভিত্তিতে এইসব নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা জানাতে হবে।

কিন্তু এদিন দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়েও ইআরও-রা কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তাঁদের আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বৈধ নথি দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ নথি দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে ওই তিন জেলার সংশ্লিষ্ট ইআরও-দের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ওই শতাধিক ভুয়ো নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কমিশন সূত্রে আরও খবর, রাজনৈতিক দলগুলি যে বারবার ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ তুলছিল, এই ঘটনাই তার পক্ষে বড় প্রমাণ। তাই এবার থেকে তালিকা তৈরিতে আরও কঠোর নজরদারি চালাতে চলেছে কমিশন।

রাজ্যে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণের জন্য গোলা ও হাব তৈরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা, সুপারির মতো কৃষি পণ্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় এবার জেলায় জেলায় এগুলি সংরক্ষণের জন্য গোলা ও হাব তৈরি করা হচ্ছে। কৃষি বিপণন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য জুড়ে মোট ৭৫০টি গোলা তৈরি করা হবে শুধু পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণের জন্য। প্রতিটি গোলায় একসঙ্গে ২৫ টন পর্যন্ত পণ্য মজুত রাখা যাবে। এই প্রকল্পে প্রতি আবেদনকারীর জন্য এককালীন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেবে রাজ্য সরকার। পূর্ব বর্ধমানে সবচেয়ে বেশি, ১৭৬টি গোলা তৈরি হবে। হুগলিতে ১৭৫টি ও উত্তর ২৪ পরগনায় ২৫টি গোলা তৈরি হবে বলে সরকারি পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সুপারি, আদা ও লঙ্কার মতো পণ্যের জন্য রাজ্য জুড়ে মোট ১০টি 'পণ্যনির্দিষ্ট হাব' তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল; আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট কৃষক বাজারে হাব, কামাখ্যাগুড়ির মুখ্য বাজারে কলা ও পেঁপের হাব, দার্জিলিংয়ের শালবাড়ি কৃষক বাজারে আদার হাব, হুগলির পুরশুড়ায় তিলের হাব, মুর্শিদাবাদের রানিনগরে সরষের হাব, হরিহরপাড়ায় লঙ্কার হাব ইত্যাদি।

ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে খুলছে রপ্তানির নতুন দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সদ্য স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দেশের শিল্পক্ষেত্রের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে বলে জানালেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আর্থিক বিষয়ক সচিব দাম্মু রবি। তাঁর মতে, এই চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি চা, লৌহ-ইস্পাত, সামুদ্রিক পণ্য এবং চামড়ার মতো রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী বিনা শুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে ব্রিটেন এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলিতে পাঠাতে পারবে। এতে ওই রাজ্যগুলির আর্থিক বিকাশেও জোরদার গতি আসবে। সোমবার কলকাতায় 'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স'-এর এক আলোচনাসভা উপলক্ষে শহরে এসেছিলেন বিদেশ সচিব। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জেরে ভারতের রপ্তানি সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলেছে। শুধু ব্রিটেন নয়, ভিয়েতনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বেশ কয়েকটি আসিয়ানভুক্ত দেশও ভারতের সঙ্গে এরকম চুক্তিতে আগ্রহী। ফলে ভারতীয় পণ্যের জন্য সেইসব দেশের বাজারও ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হবে। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষে পৌঁছতে হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করা জরুরি। এর জন্য দেশীয় পণ্য ও প্রযুক্তিকে আন্তর্জাতিক বাজারে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে সংঘাতে মমতা বনাম কমিশন?

পালটা অভিযোগ বিজেপির অমিত মালব্যর, ভোট রাজনীতিতে উত্তাল বঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে ফের সংঘাতের কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের অধীনস্ত বিওএলওদের নিয়ে 'এক তরফা সিদ্ধান্ত' নেওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, আমি জানতামই না যে প্রায় ১,০০০ জনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য। জেলা শাসকেরা আমাদের অন্তত জানাতে পারতেন! কিন্তু ওঁরা আমায় কিছু জানাতে চাননি। অন্তত মুখ্য সচিবকে জানানো উচিত ছিল।

সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, বিএলও যারা তালিকা তৈরি করছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, কোনও ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়, সেটা দেখার। ভোটের তারিখ ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে সব থাকে, ভোটের তারিখ ঘোষণার আগে পর্যন্ত আপনারা রাজ্য সরকারের অধীনেই কাজ করছেন। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে আবার সব রাজ্য সরকারের অধীনে চলে আসে। মনে রাখবেন, কারোর নাম যেন বাদ না যায়। অযথা কাউকে হয়রানি করবেন না। যদি কোনও মামলা থাকে,

আমি নিজে খতিয়ে দেখব।

তাঁর এই বক্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ও আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছেন! বলছেন, তারা যেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ না মানে, কারণ তারা রাজ্য সরকারের কর্মী! অমিত মালব্যর অভিযোগ, এত উদ্বেগের কারণ একটাই;নিজের অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ভোটব্যাংককে রক্ষা করা। ভোটার তালিকা বিশুদ্ধ হলে, ভুয়ো ভোটার বাদ পড়বে আর তখনই তৃণমূল কংগ্রেস ধসে পড়বে।

তিনি আরও লেখেন, এটা শুধু রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য নয়, এটা ভারতের সংবিধান ও গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আচরণে স্পষ্ট, ভুয়ো ভোটার ছাড়া তৃণমূলের কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

রাজ্যের শাসকদলের মুখ্য নেত্রী ও কেন্দ্রীয় বিজেপির নেতার এই বিরোধপূর্ণ বক্তব্যে ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ যে আরও বাড়বে, তা স্পষ্ট। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং ভোটার তালিকার নির্ভরযোগ্যতা; সবই এসে দাঁড়াচ্ছে নতুন এক সংঘাতের কেন্দ্রে।

সন্দেশখালিতে ৩ বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় রায়দান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৯ সালের ৮ জুন সন্দেশখালিতে খুন হয়েছিলেন তিন বিজেপি কর্মী। আর এই খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শেখ শাহজাহান মামলা করেন ডিভিশন বেঞ্চে। সোমবার এই মামলার শুনানি হয়। তবে শুনানি শেষে রায়দান আপাতত স্থগিত রাখল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শ্যামল সেনের ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবার শুনানিতে শাহজাহানের আইনজীবীর সওয়ালে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। এক পর্যায়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাক স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আপনার বক্তব্যে আদালতের প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর নেই।' সঙ্গে এও জানান, যেখানে সিঙ্গল বেঞ্চ

রায়ে স্পষ্ট করে জানিয়েছে সেখানে শাহজাহানের যুক্ত হওয়া অপ্রয়োজনীয়। ফলে সেখানে এই আবেদন করার আদৌ কোনও এক্তিয়ার আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত।

জবাবে আইনজীবীর যুক্তি ছিল, দেবদাস মণ্ডল খুনের মামলায় তাঁর মক্কেল অভিযুক্ত। তবে আদালতের পাল্টা প্রশ্ন, 'হতে পারে, কিন্তু সেটা তো আলাদা মামলা। এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ কোথায়?' এরই প্রেক্ষিতে শাহজাহানের পক্ষে আইনজীবীরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে অভিযুক্ত করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলেও মামলার আবেদনকারীরা কেন তাঁকে মূল মামলায় যুক্ত করেননি? জবাবে মৃত পরিবারের তরফের আইনজীবী বিলদ্বল ভট্টাচার্য জানান, 'সিঙ্গল বেঞ্চ তার রায়ে জানিয়েছে, তদন্তে অভিযুক্ত থাকলেও এই মুহূর্তে তাঁকে আলাদা করে শুনানি ডাকার প্রয়োজন নেই। ট্রায়ালের সময় তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।'

এর পাশাপাশি আইনজীবী বিলদ্বল ভট্টাচার্য এও জানান, ২০১৯ সালের ওই ঘটনায় সিআইডি তদন্তে প্রথমে শেখ শাহজাহানের নাম থাকলেও ২০২২ সালের চার্জশিটে তা বাদ দেওয়া হয়। পরে ২০২৪ সালে ফের একটি নতুন এফআইআর দায়ের হওয়ার পর অতিরিক্ত চার্জশিটে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে সিআইডি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার মামলার রায়দান স্থগিত রাখে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আবেদনকারী অপরিচিত কেউ নন, পরিচিত অভিযুক্ত। তাই মামলায় তাঁর ভূমিকা ঘিরে জট কাটাতে আরও বিচার প্রয়োজন।

ভাইয়ের সঙ্গে বচসা, খুন যুবক

■ খুড়তুতো ভাইয়ের হাতেই খুন হলেন যুবক। রবিবার রাতে নিউটাউনের হাতিয়ারা পশ্চিমপাড়ায় সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে ঘটে এই খুনের ঘটনা। এরপর ইকোপার্ক থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম সফিকুল নুর ইসলাম। এলাকায় সে 'বাবু' নামে পরিচিত। রবিবার রাতে দাদা শেখ নাফিজ আহমেদ ওরফে বাচ্চুর বাড়ির সামনে চিৎকার করছিলেন তিনি। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করেন। সেই সময় বাচ্চু ঘর থেকে বেরিয়ে ভাইকে ঝামেলা করতে বারণ করেন। তাতেই শুরু হয় বচসা। আর এই বচসার চলাকালীন দু'জনের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। এরপরও হঠাৎ পকেট থেকে ছুরি বের করে দাদাকে কোপাতে শুরু করে বাবু। এরপর শেখ নাফিজ আহমেদকে রক্তাক্ত অবস্থায় বাগুইআটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বাচ্চুর। এরপর স্থানীয়রাই আটকে রাখে এই বাবুকে। এরপরই থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জমি সংক্রান্ত পুরনো বিবাদ থেকেই এই ঘটনা ঘটতে পারে।

বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে

■ কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় আগামী বুধবার পর্যন্ত হবে ঝড়-বৃষ্টি, এমনটাই জানালো আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কয়েকটি জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলিতে এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন জেলাতে মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা জানিয়েছে। মঙ্গলবার নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বাকি সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে বইবে ঝড়ো বাতাস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশি থাকায় বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বুধবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভারী বৃষ্টি। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কোনও কোনও জায়গায়। শুধু উপরের জেলা নয়, নিচের দিকের জেলাতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলা থেকে অব্যাহতির আর্জি মানিক পরিবারের

আবেদন নাকচ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে। সেই আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ইডিকে নির্দেশ দেন আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে। এর পরের এক সপ্তাহের মধ্যে মানিক ভট্টাচার্য ও তার পরিবারের সদস্যদের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশের আর্জিও খারিজ করে হাইকোর্ট ।

উল্লেখ্য মানিক ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও ছেলে শৌভিক ভট্টাচার্য আগেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় জামিন পেয়েছেন। মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী প্রথম কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পান। পরে ছেলে শৌভিক

সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান। এরপর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মানিক ভট্টাচার্য জামিন পেলেও শর্ত হিসাবে নির্দেশে তাকে নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার কথা জানানো হয়েছিল। ফলে এই মামলায় সপরিবারে জামিন পেলেও নিম্ন আদালতের বিচারপর্বে নিয়মিত হাজিরা দিতে হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে । সেই জন্যই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। তবে তাতে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ১১ অক্টোবর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন মানিক ভট্টাচার্য। এরপর সেই সময় তিনি নদিয়ার পলাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। ইডির অভিযোগ, তাঁর ছেলের একটি কনসালটেন্সি সংস্থা আছে। সেখানে চাকরি পেতে অনেক ইনস্টিটিউশন টাকা দিয়েছিল। মানিকের ছেলের অ্যাকাউন্ট থেকে ২.৬৪ কোটি টাকার হদিস পাওয়া গিয়েছিল। একইসঙ্গে এও অভিযোগও ওঠে দুর্নীতির টাকায় বিদেশ ভ্রমণের পাশাপাশি ছেলের কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন মানিক। এই ঘটনা স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য জানতেন বলে তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছিল ইডি।

ভাষা আন্দোলনের নামে মমতা ব্যানার্জি বিভেদ করার চেষ্টা করছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার বীরভূমের বোলপুর থেকে ভাষা আন্দোলনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভাষা আন্দোলনকে তীব্র কটাক্ষ করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভাষা আন্দোলনের নামে উনি বিভেদ করার চেষ্টা করছেন। সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেই রাস্তায় হাঁটছেন তাতে পরিষ্কার মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলাকে 'প্রসারিত বাংলাদেশ' বানাতে চাইছেন। তাঁর অভিযোগ, সারা বাংলা-সহ বাংলাদেশে সনাতনীরা অত্যাচারিত হচ্ছেন। সনাতনীরা খুন হচ্ছেন। সনাতনী মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন। আর রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারী এবং পাকিস্তানিরা যারা ধর্ষণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন। এতে ভাষাভাষী নিয়ে উনি বিভেদ করার চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত, বিজেপি কর্মীদের কুকুরের মতো পিটিয়ে মারার হুমকি দিয়ে বিতর্কে মালদা জেলার তৃণমূল

সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, মালদা জেলার তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলছেন বিজেপি কর্মীদের কুকুরের মতো পিটিয়ে মারতে হবে। বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ অফিসার এবং তাঁর পরিবারকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ওদের এত বাড়াবাড়ি। তাঁর অভিযোগ, অনুব্রতের বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি একচুলও আওয়াজ তোলেননি। উল্টে মসনদে বসানোর জন্য মমতা ব্যানার্জি তাঁর সঙ্গে ১০ মিনিট গোপন বৈঠক করছেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও বলেন, ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে মমতা ব্যানার্জি তাঁর ভুল-ভ্রান্তি ঢাকার চেষ্টা করছেন। অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ অফিসার এবং তাঁর মা ও স্ত্রীকে গালাগালি করেছেন। আসলে উনি পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। সেই পুলিশ অফিসার বাধ্য হয়ে অডিও ক্লিপিংস প্রকাশ্যে এনেছেন। কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। দেখবেন আগামীদিনে ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের নামে তৃণমূল নাটক করছে

উদ্দেশ্য অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা ভাষার নামে রাজ্যে যে আন্দোলনের নাটক মঞ্চস্থ করছে তৃণমূল কংগ্রেস, তা আসলে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টা; এভাবেই কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর অভিযোগ, যাঁরা এই তথাকথিত ভাষা আন্দোলনের মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন, তাঁদের ভাষা ও বর্ণনায় প্রমাণ মিলছে যে এটি বাংলা ভাষার আন্দোলন নয়, বরং ভাষার সন্ত্রাস। তিনি লিখেছেন, 'তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এমনভাবে 'জেহাদ' ঘোষণা করছেন, যেন আরবী ভাষায় ধর্মযুদ্ধ চলছে! বাংলা অভিধানে 'জেহাদ' শব্দই নেই।'

শুভেন্দু অধিকারী আরও লিখেছেন, 'বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় ভাষা আন্দোলনের

আড়ালে ব্যক্তি আক্রমণ ও কুকথার প্রতিযোগিতা চলছে। গোঘাটের তৃণমূল নেতা নারায়ণ পাঁজা আবার বাংলা সাহিত্যকে এমন অপমান করেছেন, যা অকল্পনীয়। তিনি দাবি করছেন, ২০১১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি অমৃতলোক থেকে এসে জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন!'

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'তৃণমূল বাংলার ভাষা ও বাঙালির পরিচয়ের আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বাংলায় কথা বললেই কেউ বাঙালি হয়ে যান না। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাও বাংলায় কথা বলেন।

তাঁর কটাক্ষ, আমরা বলি 'জল', ওরা বলে 'পানি'। ২০২৬-এ এই 'পানি' বাঁচাতেই তৃণমূল ডুববে। তখন আর হাতে জল থাকবে না, থাকবে শুধুই পানির হাহাকার।

নিয়োগ নিয়ে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষার মামলায় আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ সুপ্রিম কোর্টের। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চের নির্দেশ এসএসসি, রাজ্য-সহ সবপক্ষকে নোটিস ধরাতে হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার শুনানি হবে চার সপ্তাহ পর। এসএসসি ও এমআর শিট প্রকাশ, চিহ্নিত দাগিদের বেতন ফেরত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন মূল মামলাকারী লদী টুংগা। আগে এই আদালত অবমাননার মামলা খারিজ করে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্ট জানায়, আদালত অবমাননার মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টেই। সেই মামলাই এবার গ্রহণ হল সর্বোচ্চ আদালতে।

চলতি বছর গত ৩ এপ্রিল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করে দেয়।

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শীর্ষ আদালতে একাধিক প্রশ্নের মুখে সিবিআই

দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা পেশের নির্দেশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় প্রশ্নের মুখে সিবিআই। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদিকে ইতিমধ্যে তিনি ইডির মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছেন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জামিনের শুনানিতে আইনজীবীকে বিচারপতিরা বলেন, 'আপনার মক্কেল তো আসল অপরাধী। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরপত্র কারচুপি, নম্বর কারচুপি এবং অযোগ্যদের চাকরিতে সুযোগ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।'

এরপরই সিবিআইয়ের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, তদন্ত শেষ করতে আর কত দিন সময় লাগবে। পাশাপাশি এও জানতে চাওয়া হয়, এই মামলার তদন্ত কবে শেষ হবে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে আদালত জানতে চায়, আদৌ কোনও পুরসভার চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না। এই রকম একাধিক প্রশ্নে সিবিআই হলফনামা তলবও করে শীর্ষ আদালত। পুর নিয়োগে ধৃত অয়ন শীলের জামিন মামলায় সিবিআইয়ের কাছে হলফনামা চায় সুপ্রিম কোর্ট। সঙ্গে এই হলফনামা জমা দেওয়ার সময়সীমাও নির্ধারণ করে দিয়ে বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুকরের বেঞ্চ জানায়, দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে।

এদিকে অয়নের আইনজীবী জানান, এই মামলাটি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির নয়। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার। আমার মক্কেল ইডি মামলায় জামিন পেয়েছেন। ১৭টি পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সিবিআই এখনও পর্যন্ত চারটি পুরসভায় তদন্ত করে থেমে গিয়েছে। দু'বছরের কাছাকাছি জেলে রয়েছেন আমার মক্কেল এবার জামিন দেওয়া হোক।

অন্যদিকে, সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, তদন্ত চলছে। নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে। অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এখানেও বেআইনি ভাবে নিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একজন চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় এসএসসি জিডি লিখিত পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম জগদ্দলের শিবম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সর্বভারতীয় এসএসসি জিডি লিখিত পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে নজর কেড়েছে জগদ্দলের পুরানী বাজারের বাসিন্দা শিবম চৌধুরী। কাঁকিনাড়ার কাটাডাঙা রোডের শান্তিনগর গুরুকুল প্রতিযোগিতা মূলক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এই কৃতী পড়ুয়া। সোমবার বিকেলে গুরুকুল প্রতিযোগিতা মূলক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিবমকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। শিবমের পাশাপাশি তিনি গুরুকুলের কর্ণধার শিক্ষক অমিত সাউকেও এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, সর্বভারতীয় এসএসসি জিডি লিখিত পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নিয়েছে জগদ্দলের শিবম চৌধুরী। এদিন শিবম এবং গুরুকুলের শিক্ষক অমিত স্যারকে জ্যোতি ফাউন্ডেশনের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রিয়াঙ্গু বলেন, ভাটপাড়া, জগদ্দলকে অনেকেই এখনও কু-নজরে দেখেন। তবে গর্বের বিষয়, সেই

জগদ্দল এখন নতুন দিশা দেখাচ্ছে। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগদ্দলের শিবম চৌধুরী। দেশের মধ্যে এসএসসি জিডি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। প্রিয়াঙ্গুর কথায়, একটা সময় আসবে ভাটপাড়া, জগদ্দল থেকে বোমা-গুলির শব্দ ভ্যানিস হয়ে যাবে। প্রিয়াঙ্গু আরও বলেন, শুধু শিবম চৌধুরী নয়, গুরুকুল প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক ছেলে-মেয়ে সরকারি চাকরি পেয়েছে। অতি সম্প্রতি জ্যোতি ফাউন্ডেশনের নিজস্ব লাইব্রেরি থেকে পড়াশুনা করে তিনজন রেলের টেকনিক্যাল বিভাগে চাকরি পেয়েছে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রিয়াঙ্গু বলেন, একটা সময় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শিল্পের জোয়ার ছিল। ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিকরা এখানে কাজে আসতেন। এখন সবই অতীত। তবে, শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে জ্যোতি ফাউন্ডেশন। অপরদিকে গুরুকুলের শিক্ষক অমিত সাউ বলেন, শিবমকে তিনি দশের মধ্যে স্থান পাওয়া কথা বলেছিলেন। কিন্তু শিবম এসএসসি জিডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

বিচারব্যবস্থার কঠিন বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন খোদ প্রধান বিচারপতিই

সাধারণ ভাবে মানুষ আইন, আদালত এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করেন। গাড্ডায় না পড়লে থানা বা কোর্টমুখো হন না তাঁরা। আমাদের দেশে থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি থেকে আইনি লড়াই সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই মানুষকে এটা ভাবতে বাধ্য করেছে। আইনি ব্যবস্থার অন্যতম বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন আইনজীবীরা। তাঁদের ভূমিকা যে এই ভাবনার নেপথ্যের কারণ তা বলাই বাহুল্য। আর সেটা যে মোটেই ভুল নয়, তা নিয়ে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন স্বয়ং দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে দেশের আইনজীবীদের বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের আইনজীবীদের কাজকর্ম, জীবনযাত্রা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আইনের দরজায় আসতে মানুষের কেন অনীহা, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে। তিনি বলেন, কেউ যদি অভিজ্ঞতা অর্জন না করেই আদালতে সওয়াল-জবাব করতে চলে আসেন, আইনজীবী হয়ে ৬ মাসের মধ্যে মার্সিডিজ কিংবা বিএমডব্লুর মালিক হতে চান, তাহলে তাদের মতলবটা কী তা টের পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এবং আইনের চৌকাঠে দাঁড়ানো নবীন আইনজীবীদের আগে শিক্ষানবিশীর পাঠ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অবসরের পর তিনি কোনও সরকারি পদ গ্রহণ করবেন না। দিল্লির পাট চুকিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে আইনি পরামর্শ দেওয়ার কাজ করবেন। ন্যায় বিচারকে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ওপরও জোর দেন তিনি। নতুন আইনজীবীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, সমাজে প্রতিপত্তি, স্ট্যাটাস, সম্মান এসবকে বড় করে দেখলে হবে না। নিজের মাথা খাটিয়ে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বড় হতে হবে। বিচারক, বিচারপতি ও আইনজীবীরা এই ব্যবস্থার সমান অংশীদার এটা মনে রাখতে হবে। তবেই ন্যায়বিচার মিলবে। আগামী ২৩ নভেম্বর অবসরে যাওয়ার আগে দেশের বিচার ব্যবস্থার একটা বাস্তব ছবি দেখানোর জন্য মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার দারারপুর গ্রামের এই ভূমিপুত্রকে। ধন্যবাদ জাস্টিস গাভাই।

শব্দবাণ-৩৪৩

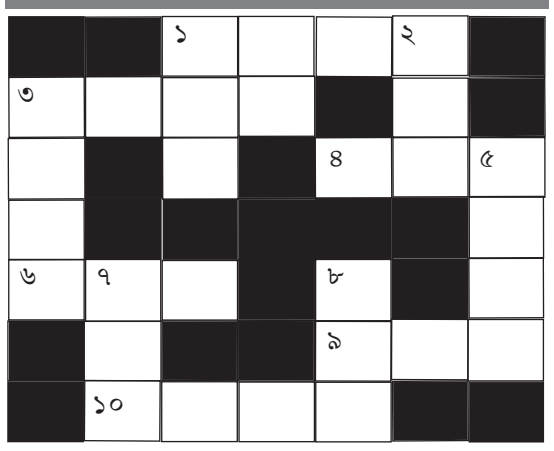

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অসন্দিগ্ধ জ্ঞান ৩. কেশহীন ৪. প্রণতি, প্রণিপাত ৬. সৈন্যযুক্ত ৯. তুকতাক, বশীকরণ দ্রব্য ১০. লোকনায়ক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চলন্ত ২. বৈদিক যুগে একরকমের পুজোর বেদি ৩. ব্যবসায় ৫. মাঝারি ধরনের ৭. পানের খেত ৮. ধাপ্পা, প্রতারণা ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪২

পাশাপাশি: ২. ঈশ্বরবাদ ৫. খণ্ড ৬. দুষ্টি ৭.বলী ৮. ছিন্ন ১০. তসলিমাত ।

উপর-নীচ: ১. বাবা ২. ঈষদুন্নত ৩. রঘু ৪. দখলীকৃত ৯. ছুলি ১১. সড়।

জন্মদিন

আজকের দিন

জে আর ডি টাটা

১৯০৪ বিশিষ্ট শিল্পপতি জামশেদজি টাটার জন্মদিন।
১৯৫৩ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনুপ জলোটার জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জয় দত্তের জন্মদিন।

মোদীর প্রকল্প উপাস্যে উদভ্রান্ত মমতা

সুবীর পাল

স্রেফ একটামাত্র সময়ের ব্যবধান। কত বদলে যায় একটা মানুষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। পরিবর্তন ঘটে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার শান দেওয়া অস্ত্রে। পাল্টে যায় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বক্তব্যের চড়াই উৎরাইয়ে। ব্যক্তি নিন্দা কেমন জানি অন্তরালে যায় কর্মসংস্থানের সোনার কাঠির উৎফুল্ল ছোঁয়াচে।

১৬ দিন পাঁচ মাস ছয় বছর। একটা প্রধানমন্ত্রীত্বের অদ্ভুত ফারাক। এক রাজনীতিগত দলিলের সন্ধিক্ষণে।

সেই এক ব্যক্তি। সেই এক মঞ্চ। সেই এক উদ্দেশ্য।

অথচ কি অমিল ব্যক্তিত্ব বিকাশে। কি পার্থক্য প্রয়োগ কৌশলে। কি ভিন্নতা আক্রমণের আস্তিনে।

প্রথম তারিখটা ছিল ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। সর্বশেষ ক্ষণটা যে ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই। এই দুই দিবসের মধ্যিখানে বয়ে গেছে বাংলার রাজনৈতিক গঙ্গা দিয়ে অজস্র ঘটনাবলীর জ্বলন্ত পটচিত্র।

এক ব্যক্তি বলতে স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। এক মঞ্চ বলতে দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়াম। এক উদ্দেশ্য বলতে রাজ্য নির্বাচনে নিজস্ব দলগত অবস্থানের ঢাকে বাদ্যি বাজিয়ে দেওয়ার।

এযাবৎ তো ঘুড়ির সুতোয় মসৃণ মাঞ্জা দেওয়ার মতোই সবকিছু একেবারে ঠিকঠাক সংগঠিত হয়েছে নিঁখুত পাটিগণিত মেনে। দুটি সভাতেই ছিল উপচে পরা জনমানসের ভিড়। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের পদাধিকারী ফুল বেঞ্চের উভয় ক্ষেত্রে উপস্থিতির খামতি ছিল না। বক্তব্যের ধারে ও ভারে মূল বক্তাকে অবশ্যই দশে দশ চোখ বুজে দিয়ে দেওয়া যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষককূল তো ফাটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন দুই পর্বেই। অনেকে সংবাদ মাধ্যমের প্যানেলে। কেউ বা সংবাদ পত্রের উত্তর সম্পাদকীয়তে। নানান দৃষ্টিভঙ্গিতে। রকমারি আদর্শগতে।

যদিও একটা ভাবনার অভাব কিন্তু অতি প্রকট ভাবে নজর এযাবৎ এড়িয়ে গেছে এযাবৎ সিংহভাগ আলোচকের। সেদিনের নরেন্দ্র মোদী আর এদিনের প্রধানমন্ত্রী কি এক? হতেই পারে পরিচিতের মাপকাঠিতে তিনি আলবৎ এক। কিন্তু কলমের আঁকিবুঁকিতে দুই দিনে তিনি যে কত আলোকবর্ষ দূরের দুই অচেনা ব্যক্তিত্ব।

সেই স্কুল পাঠ্যবইতে একসময় পড়তে হতো বাংলা কবিতাটি। কবি অজিত দত্তের লেখা কবিতার নাম 'আসল কথা।' তাতে লেখা রয়েছে, 'একটি আছে দুষ্টু মেয়ে, একটি ভারি শান্ত, একটি আছে দখিন হওয়া, আরেকটি দুর্দান্ত। আসল কথা, দুটি তো নয়, একটি মেয়েই মোটে, হটাৎ ভালো হটাৎ সেটি, দস্যি হয়ে ওঠে।' আশাকরি কবিতার লাইনগুলো অনেকেরই মনে পড়ে যাবে। এটাতো অনেকটা একটা মেয়ের টু ইন ওয়ান বডি ও মুড ল্যাঙ্গুয়েজ। উক্ত দুটি প্রধানমন্ত্রীর সভাতেও মূল বক্তব্যর সঙ্গে সাযুস্য ব্যক্তি আচরণ ও ভাষণ শৈলীর প্রয়োগেও একই অঙ্গে দুটি রূপের আড়াআড়ি বিভাজন স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্যতঃ হলো। এবং বেশ অভিনব পর্যায়ে।

এদিনের প্রধানমন্ত্রী যে রাজ্য উন্নয়ণের অক্লান্ত ফেরিওয়ালা। অথচ বিগত দিনে এসে এই তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটের ডঙ্কা বাজাতেই ছিলেন বেশি ব্যস্ত। আগের দিনের সাউথ ব্লক কর্তা ছিলেন পক্কা রাজনীতির বেপরোয়া বক্তা। কিন্তু এই গুজরাতিই এবারে আশ্চর্য রকমের পরিশীলিত ও সংযমী।

রাজ্যের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শহরের একটা আলাদা পরিচিতি রয়েছে বিশ্বের শিল্প তালুকে। জার্মানির রূঢ় শহরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্গাপুরকে ভারতের রূঢ় বলে সম্বোধন করে থাকে। তাছাড়া ভারতের শিল্প মানচিত্রে দুর্গাপুর একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর হিসেবে আজও অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ তো আবার ইস্পাত নগরী পরিচয়েও ডেকে থাকেন। এখানেই রয়েছে সেইল নিয়ন্ত্রিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। যা এই শিল্পনগরীর গর্বের সর্ববৃহৎ কারখানা।

এই শহর প্রধানতঃ শিল্প নির্ভর। এখানকার বেশিরভাগ পরিবার শ্রমিকদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মোটামুটি শিক্ষিত শহর। প্রচন্ড রাজনৈতিক সচেতন হলেও স্থানীয় মানুষেরা খুবই শান্তিপ্রিয় ও সংস্কৃতি প্রবণ। ফলে কেউ এসে এখানে শুধু পলিটিক্যাল কথা বলে গেলে এলাকাবাসীর কাছে খুব একটা ডাল গলবে না। এটাই এই শহরের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখানে দুইবারই আসার আগে দুর্গাপুরের এ হেন মনোভাব সম্পর্কে যে পুরোপুরি হোমওয়ার্ক করে এসেছিলেন তা তাঁর দ্বৈত ভাষণেই স্পষ্ট। প্রথমবার বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রারম্ভেই দেশের কেন্দ্রীয় বাজেটের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সামগ্রিক তালিকা তুলে ধরে ছিলেন। আর এবার, বক্তব্য শুরুর আগেই পৃথক ভাবে রাজ্যে পাঁচ হাজার চারশো কোটি টাকার পুঁজি নিবেশের শিলান্যাস করে গেলেন। কারণ যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট হয় সেই নীতিই অবলম্বন করলেন চতুর প্রধানমন্ত্রী। আসল কথা, দুর্গাপুরবাসী বরাবরই শুখা রাজনীতি বোঝেন না। ইনারা ইনভেস্টমেন্ট রাজনীতিটাই তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেশ পছন্দ করেন। তাই এবার বিনিয়োগের প্রশ্নে দুর্গাপুরকে বেছে নিতে মোটেও ভুল করেনি নয়া দিল্লির বাসিন্দা এই চাওয়ালা। আসলে তিনিও সেয়ানে সেয়ানে পাঞ্জা লড়ে একদিকে যেমন পুঁজিকে হাতিয়ার করে দুর্গাপুরেই পাড়ি জমালেন ফার্স্ট চয়েজ হিসেবে, তেমনি আগামী বছরের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন যে ভোটের বড় ইস্যু হতে চলেছে তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন উপস্থিত শ্রোতাদের।

এবারে পাঁচ হাজার চারশো কোটি টাকার বিনিয়োগ ঝাঁপি খুলতে গিয়ে দুর্গাপুরের আমজনতাকে শোনালেন বিভিন্ন লোভনীয় কর্মসংস্থানের কথা। যেগুলো বাস্তবায়িত হলে এই শিল্পশহর তো বটেই একইসঙ্গে সমগ্র রাজ্যে একটা সফল অর্থনৈতিক দিশা সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। তিনি উদ্বোধন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর ও তপসি অঞ্চলে দুটি উড়ালপুল, পুরুলিয়া থেকে কলকাতা রেললাইনের ৩৬ কিলোমিটার ডাবলিং কর্মসূচি, ১৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গাপুরের সঙ্গে কলকাতা সংযোগকারী গ্যাস লাইন প্রকল্প, মেজিয়া ও রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় বহুবিধ পেট্রোলিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সহ আর বেশ কয়েকটি প্রকল্প।

এবারের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গতবারের তুলনায় প্রকৃতই অনেকটাই পৃথক। কি রাজনৈতিক দলীয় মতাদর্শের আঙ্গিকে। কি ভোটের উঠোনে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে সলতে পাকানোর মনষ্কতায়। এবারের দীর্ঘ ৩৫ মিনিটের বক্তব্যের মধ্যে তিনি প্রায় কুড়ি মিনিট ব্যয় করলেন রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কথা বলতে। এরপর আরও সাত মিনিট ধরে মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও সুরক্ষার প্রসঙ্গও তুলে আনলেন নিপুণ ভাবে। আরজিকর ও কসবার প্রাসঙ্গিক প্যাকেজিংয়ে। তিনি দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে সেই শিল্পশহরের রূপকার রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে বিনম্র হৃদয়ে শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু ভোলেননি। তাঁর এই রাজনৈতিক ঔদার্য অবশ্যই সবার নজর কেড়েছে এবার। ইস্কোর প্রাণপুরুষ তথা ভারতের প্রথম ইস্পাত শিল্পের জনক স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু এযাত্রায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভোট মোকাবেলা হবে দলীয় নিজস্ব ছন্দে কিন্তু রাজ্যের শিল্প উন্নয়নে তিনি হতে চেয়েছেন একান্ত ভাবেই বাজিগর একলব্য। তাই এই লপ্তে বাংলা দেখলো এ এক অন্য মোদী গ্যারান্টিকে। যেখানে কথায় চিড়ে ভেজানোর মতো মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি নন। প্রথমেই তিনি দিল্লি থেকে বাংলার জন্য একগুচ্ছ অর্থনৈতিক প্রকল্প এনে বাস্তবে চিচিং ফাঁক করে দেখালেন নিজস্ব বিশ্বস্ততার লক্ষ্যে।

গতবারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিবারের সদস্যদের ধরে ধরে নিশানা করে ব্যক্তি আক্রমণ করতে মোটেও পিছপা ছিলেন না। তৃণমূল তোলাবাজি ট্যাক্স বা ট্রিপল ট্রির স্লোগান তুলেছিলেন সেই মঞ্চ থেকে। গত কয়েকদিন আগের বক্তব্যে কিন্তু তিনি এই ব্যক্তি আক্রমণের রাজনীতি থেকে ছিলেন বহু দূরের রাজনীতিক। একটিবারও ভুলেও কিন্তু তাঁর অতীতের স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে মুখ খোলেননি। রাজনৈতিক ময়দানে যতটুকু সৌজন্যতা মেনে দলগত সমালোচনা করা সম্ভব সেটুকুই মাত্র তিনি করে গেলেন নামমাত্র বুড়ি ছুঁয়ে।

বরং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পদমর্যাদায় যেটা শোভনীয় কাজ সেটাই পালন করে গেলেন অক্ষরে অক্ষরে। শিল্প বন্ধ্যা দুর্গাপুরকে স্বপ্ন দেখালেন হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের। উন্নয়ন বিমুখ পশ্চিমবঙ্গকে অকাতরে আশ্বাস দিলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মচঞ্চল রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করার। তবে বিনিময়ে রাজ্যবাসীর কাছে ভায়েস ভার্সা হিসেবে চেয়ে নিলেন তাঁর ঈপ্সিত ডবল ইঞ্জিন সরকার।

একটা মজার বিষয় ভীষণ রকমের লক্ষনীয়। মোদীর প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপের কট্টর সমালোচক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পবানে রীতিমতো ধরাশায়ী। ২১শে'র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন অনেকটাই ঠুঁটো জগন্নাথের মতো আচরণ করে বসলেন। অন্তত এই ইস্যুতে। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আদতেই পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন মোদীর প্রকল্প গুগলির কাউন্টার ব্যাটিংয়ে। ঠিক এই রাউন্ডে সংগঠিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল যথেষ্ট রকমের অসংলগ্ন। ম্যাডাম চিৎকার করে বললেন, ওই প্রকল্পে সমপরিমাণ অর্থের অংশীদারিত্ব আমাদেরও আছে। কিন্তু তা ২১শে'র রাজপথে গ্রহণযোগ্যতার দাগ কাটলো কই?

পাঁচ হাজার চারশো কোটি টাকার ফ্ল্যাশিং মেডোয় সত্যি মোদীর সার্ভ মমতা জনতার দরবারে ঠিক মতো ফেরাতেই পারলেন না। মোদী-মমতার মেগা তরজায়। এস ভলির অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই মোদীর। আর ডবল ইঞ্জিন? তা জনতা জনার্দনই না হয় বিবেচনা করবেন আগামীর ভোটের লাইনে।

প্রায় সাড়ে ছয় বছর আগে। নির্বাচনী ময়দানে তিনি দলের ইস্যু রচনা করেছিলেন ট্রিপল ট্রির বৈতরণীতে। এবার কিন্তু সেই তিনিই সেই দলেই সেই ভোটেই সেই ইস্যুতে রুপোলি সুতো বেঁধে দিলেন উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থানের। সময় সত্যিই বদলের সুযোগ করে দেয় হয়তো এমন ভাবেই। চয়েজটা যদিও অবশ্যই ছিল একান্ত নিজস্ব মোদীর। নেতিবাচকের নাকি ইতিবাচকের। তাই হয়তো দামোদর অববাহিকার বাংলা দেখলো এক নতুন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে। যে কিনা ব্যক্তি আক্রমণের উৎসর্গে আর বিশ্বাসী নন বরং তিনি আদতেই বংপুঁজির নব্য উপাসক।

'নো মোর ব্যাকবেঞ্চার'-এর জন্য ক্লাসে বেঞ্চ বদল নয়, পড়ুয়াদের মন বদল জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

সময়ের বিবর্তনে মূল্যবোধের উৎকর্ষ প্রশ্নের মুখে তীব্র হয়ে ওঠে। এভাবেই উঠে আসে ক্লাসরুমের মধ্যে ব্যাকবেঞ্চার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈষম্যের চেতনা যা সম্প্রতি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, তা ক্রমশ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে সরে আসার বা বদলে ফেলার আয়োজন সক্রিয় হয়ে উঠেছে । গণমাধ্যমেও তা নিরন্তর জায়গা করে নিচ্ছে। যেন নতুন কোনও আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা অনেকদিন পরে ত্রুটি সংশোধনের মহার্ঘ হাতছানিতে শিক্ষার মানোন্নয়নে অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপে সক্রিয় করে তুলেছে । ইতিমধ্যে মালদার শতাব্দীপ্রাচীন বার্লো গার্লস হাই স্কুল থেকে হাওড়ার আন্দুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রায়দিঘির একাধিক স্কুলে ক্লাসের ডড আকৃতির বেঞ্চ সাজিয়ে সব ছাত্রছাত্রীদের সামনে বসানোর আয়োজন সগৌরবে চলেছে। এভাবে ব্যাকবেঞ্চার ছাত্রদের ফার্স্ট বেঞ্চার করার তথা সব ছাত্রকে সমান ভাবে বসার সুযোগ করে দেওয়ার মধ্যে যে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধের চেতনা সমান সক্রিয়,তা সহজেই অনুমেয়। অথচ আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়,তা যে অন্তর্দৃষ্টিতে তা মেলে না, একটু সচেতন ভাবে ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অকপটে মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃতির ধর্মই যেখানে বৈষম্য,সেখানে সাম্য আনা স্বাভাবিক নয় । একই গাছের পাতা সব সমান হয় না। সেক্ষেত্রে অসাম্য মানেই বৈষম্য নয়,বরং তা সাযুজ্যপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ । হাতের আঙ্গুল সমান হয় না,কিন্তু তা বৈষম্যপীড়িত নয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটাই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে ব্যাকবেঞ্চারকে ফার্স্ট বেঞ্চার করা কতটা জরুরি, তা নিয়ে সরলীকরণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন নয়। মালায়ালাম শিশু চলচ্চিত্র 'স্থানার্থী শ্রীকুত্তান' (২০২৪) থেকে 'নো মোর ব্যাকবেঞ্চার' ধারণাটি ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। কেরালা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রভাব সগৌরবে ছড়িয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যাকবেঞ্চার মানেই পড়াশোনায় দুর্বল ছাত্রছাত্রী মনে হয়। তাদের দুর্বলতার নেপথ্যেও পিছিয়ে থাকার চেয়ে পেছনে রাখার মানসিকতা থেকে ব্যাকবেঞ্চারের ধারণাটি অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেন তাদের পেছন থেকে সামনে নিয়ে আসার মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সুরাহা নিহিত। অথচ ব্যাকবেঞ্চার নানা কারণে হয়ে থাকে । শুধু দেরি করে নয়, অনেকে ইচ্ছে করেই পিছনের বেঞ্চে বসে। তার স্বভাবের মধ্যেই পেছনের দিকে বসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সময়ের আগে এলেও সে পিছনে চলে যায়। সেক্ষেত্রে তাকে জোর করে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামনে বসিয়ে দিলে তার স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হওয়ার সমস্যা হতে পারে। পিছনের দিকে বসার মধ্যে নিজেকে শুধু ব্রাত্য বা হেয় ভাবার কারণ নেই। আবার ব্যাকবেঞ্চার মানেই অকৃতী ছাত্রও নয়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ এ পি জে আবদুল কালাম বিশ্বাস করতেন 'The best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom'। সেক্ষেত্রে ব্যাকবেঞ্চার মানেই দুর্বল বা বৈষম্যপীড়িত ছাত্র বলা যায় না।

অন্যদিকে ছাত্রের বসার জায়গা পরিবর্তন করা যত সহজ, কিন্তু তার মন ও মানসিকতা পরিবর্তন করা ততই কঠিন। সেক্ষেত্রে শুধু বসার জায়গা পরিবর্তন করে ছাত্রকে প্রথম সারিতে নিয়ে আসা আর তাকে সুযোগ্য গড়ে তোলা এক বিষয় নয়। বেঞ্চ বদলে মন ও মনন বদল করা গেলেও তার নেওয়ার সদিচ্ছা ও ধারণের ক্ষমতা এক নাও হতে পারে। শেষে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও বর্তমান। অন্যদিকে ব্যকবেঞ্চারদের সমান সুযোগ ও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সবাইকে ডড আকৃতির সামনের বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা না বদলে পড়ানোর মানসিকতা ও পাঠদান যথাযথ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা জরুরি। সেখানে দৃষ্টির চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি, অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করা অত্যাবশ্যক। ব্যাকবেঞ্চের ছাত্রও যাতে সমান গুরুত্ব পায়,সেদিকে দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ করা জরুরি। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টির মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান একান্ত কাম্য । অন্যদিকে প্রথম সারির ছাত্রটির মতো শেষ সারির কোণের ছাত্রটিও যাতে স্পষ্ট শুনতে পায়,তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আসলে ব্যাকবেঞ্চারের প্রতি করুণা নয়, সমান গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি। সেক্ষেত্রে সব ছাত্রছাত্রীকে সামনের বেঞ্চে বসিয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে বৈষম্য মোচনের ঘটায় তার উপযোগিতা শুধু দৃশ্যমানই থেকে যায়, বাস্তবায়নের অদৃশ্য সংকট সংগুপ্তই রয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ব্যাকবেঞ্চারের নেতিবাচক ধারণার মধ্যেই আমাদের ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। যে ছাত্রছাত্রীরা জাতির মেরুদণ্ড,সেই মেরুদণ্ড বা ব্যাকবোন শুধু দেহের পেছনেই থাকে না,তা অদৃশ্যও। শিক্ষার অদৃশ্য শক্তির শ্রীবৃদ্ধিতে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করা জরুরি। তা সামনের সারিতে বসিয়ে নয়,মানসিকতা বদলাতে পারলে পিছনের ছাত্রটিই সামনে চলে আসবে। শুধু তাই নয়, সমান সুযোগ ও গুরুত্বে পেলে পেছনে থেকেও সামনের ছাত্রের থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। এজন্য ছাত্রের বেঞ্চ বদল নয়,তার মনবদল জরুরি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চাঁচলের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের ওপর চড়াও দিল্লি পুলিশ, সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দিল্লিতে মালদা চাঁচলের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের ওপর অত্যাচার পুলিশের। এমনকি কোলের শিশুকেও আক্রান্ত হতে হয়েছে বিজেপিশাসিত রাজ্যের পুলিশের হাতে বলে অভিযোগ। রবিবারের এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই চাঁচল থানার ফিরোজাবাদ এলাকার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তারা। দিল্লি পুলিশের এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার।

এদিন আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক মুক্তার খানের এক বোন মুক্তারি খাতুন জানিয়েছেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর দাদা, বৌদি সাজেনূর পারভিন, পাঁচ বছরের ভাইপো এবং বৃদ্ধ বাবা-মা, দিল্লির গীতা কলোনিতে রয়েছেন। সেখানে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন তাঁরা। দাদা মুক্তার নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। গত শনিবার বাংলাদেশি অভিযোগে দাদা বৌদিকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। সেই সময় বৌদির কোলে ছোট ভাইপো ছিল। ওদেরকে মারধর করা হয়েছে। তারপর থেকে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি আমরা। এখনও পর্যন্ত বৌদিকে ছাড়লেও দাদাকে আটকে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। আমরা চাইছি দ্রুত যাতে পরিবারের সকলেই ফিরে আসে।'

এদিকে এই ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দেওয়ার পর চাঁচলে তৃণমূল বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যেভাবে অত্যাচার চলছে, তা কোনওভাবে বরদাস্ত করা যায় না। দলনেত্রী ইতিমধ্যে একুশের সভা মঞ্চ থেকে এব্যাপারে প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। সেই মতো আমরা কর্মসূচি শুরু করেছি।' অন্যদিকে প্রায় আট দিন পর হরিয়ানার গুরুগাঁওয়ে পুলিশের হাত থেকে থেকে ছাড়া পেলেন চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার সাতজন পরিযায়ী শ্রমিক। আর এই খবর সোমবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙ্গাইপুর ও ঠাকুরটোলা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পরিবারের লোকেরা। এদিন সকালেই হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন নিজে গিয়েই হরিয়ানার পুলিশের হাতে আটক পরিযায়ী শ্রমিকদের ছাড়া পাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙ্গাইপুর ও ঠাকুরটোলা এলাকার সাতজন পরিযায়ী শ্রমিককে বিজেপি শাসিত হরিয়ানার গুরুগাঁওয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে সেখানকার স্থানীয় পুলিশ আটক করে। সেই খবর পেতেই কান্নায় দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা। পরিবারের তরফে অভিযোগ ওঠে, ডিটেনশন ক্যাম্পে তাঁদের আটকে রেখে অত্যাচার করা হচ্ছে। হরিয়ানার পুলিশ কমিশনারকে ফোন করেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন। শ্রমিকদের মুক্তির জন্য পদক্ষেপ নেয় জেলা প্রশাসন। তারপরেই রবিবার তাঁরা মুক্তি পান। ওই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের বক্তব্য, যেভাবে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে ভিন রাজ্যে, তাতে আর বাড়ির ছেলেদের কোনও মতেই বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু এলাকায় থেকে যাতে শ্রমিকেরা কাজ পান, সেই ব্যবস্থা করারও দাবি জানিয়েছেন ওইসব পরিবারের লোকেরা। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'এই রাজ্যেই কাজ রয়েছে। রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা লোন দিচ্ছে। এই শ্রমিকরা চাইলে এখানেই থাকতে পারবে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।'

রেলের জায়গায় নিকাশির উদ্যোগে বিপত্তি, বৃষ্টির জলে ভাসছে সাহাপুর গ্রামের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রেলের জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করতে গিয়েই ঘটেছে বিপত্তি। মাঝপথেই নিকাশির জায়গা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সামান্য বৃষ্টিতে ভাসছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিলাদহ বাগানপাড়া এলাকা। রবিবার রাতের প্রায় দুই ঘণ্টার বৃষ্টির জেরে সোমবার সকাল থেকে রীতিমতো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। জলবন্দী হয়ে পড়েছেন প্রায় ৫০টি পরিবার বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদের রেলের জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থার তৈরির উদ্যোগকেই দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, গত বছর এই এলাকায় রেলের জায়গাতেই জল নিকাশির জন্য মাটি কেটে হাইড্রেন তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। কিন্তু পরবর্তীতে আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের গ্রামের জল জমবে বলে সেই কাজ করতে বাধা দেন। এরপর থেকেই গর্ত খোঁড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে রেলের ওই নিকাশি তৈরির জায়গা। আর তারপর থেকেই বৃষ্টি হলে এভাবেই জল জমে থাকছে। বাগানপাড়া এলাকার বাসিন্দা নরেন মণ্ডল, দিলীপ মণ্ডলদের বক্তব্য, 'রবিবার রাতে একটানা কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি হয়েছে। তারপর সোমবার সকাল থেকে বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দিকে জল। গোটা পাড়া বৃষ্টির জমা জলে ভাসছে। আগে এরকম পরিস্থিতি ছিল না। জল নিকাশির যে ব্যবস্থা আগে ছিল। সেখানে নতুন করে হাই ড্রেন হবে বলে রেলের জায়গার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই বিপত্তি।' দ্রুত এব্যাপারে সমাধানের দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য গণেশ সিং বলেন, 'রাশিলাদহ ও বাগানপাড়া এলাকায় বৃষ্টির হলেই জল জমে হাবুডুবু খাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন সকাল থেকে প্রায় ৫০টি পরিবার জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রধান থেকে প্রশাসন সকলকে জানিয়েছি। শুধুমাত্র বিজেপি সাংসদের কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে।' এদিকে সোমবার দিল্লিতে থাকাকালীন যোগাযোগ করা যায়নি উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে। কিন্তু পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা জানিয়েছেন, 'রেলের জায়গা দিয়ে নিকাশি তৈরির ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন সাংসদ। কিন্তু এই এলাকাটিতে তো পুরসভার জল এসে জমছে। এক্ষেত্রে পুরসভাকে নিকাশি ব্যবস্থার দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com
ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুননর্থিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/এমআইআরএসডি-পিওডি/পি/সিআইআর/২০২৫/৯৭ তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে,০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে যে সকল ভৌত আকারে শেয়ার দাখিল পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল এবং অপ্রতুল নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি সেগুলি পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য ০৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ), মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট : জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, **mdpldc@yahoo.com** যোগাযোগ নং ০৩৩-২২৪৮২২৪৮/২২৪৩৫০২৯ বা কোম্পানির নিকট -৫, বেন্টিং স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, যোগাযোগ -০৩৩-২২৪৮৯৮০৮/২২৪৮৮১৭৩, ই-মেল : **jaibalaji@jaibalajigroup.com** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিগুলি সহ পুনর্নথিভুক্তর জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
শেয়ারহোল্ডাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ যা স্থানান্তরের জন্য পুননথিভুক্ত করা হবে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ এর নিকট অব্যবস্থিত রয়েছে) সেগুলি কেবলমাত্র ডিমাট আকারেই ইস্যু করা হবে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এফ৬২৮৫

তারিখ : ২৮ জুলাই ২০২৫
স্থান : কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income	695	426	324	1454
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	236	(134)	57	(132)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^	363	(75)	120	6828
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	363	24	120	6927
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}]	363	28	120	6931
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	1.10	0.08	0.36	20.98
Diluted:	1.10	0.08	0.36	20.98

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results:

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Income from operations (Turnover)	205	387	139	949
Profit before tax	363	(75)	120	6828
Profit after tax	363	24	120	6927

Note:
1) The above results for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 28, 2025 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

Place: Ahmedabad
Date: 28th July, 2025

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
A. K. Somany
Managing Director
DIN: 00024903

ঘাটালে সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন একাধিক গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: টানা বৃষ্টিতে ঘাটালের একাধিক অঞ্চল এখনও প্লাবিত। তারই মধ্যে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের হাহাকার। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন স্থায়ী সেতু। বিশেষ করে পান্না, ভাঙ্গা-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম এখনও কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন ওইসব এলাকার বাসিন্দারা। সেখানে পানীয় জলেরও তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দপ্তরে জানিয়েও পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বন্যা পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক স্কুল ও আইসিডিএস কেন্দ্র। ভাঙাদা থেকে ঘাটাল পর্যন্ত প্রধান সড়কটি বন্যায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়েছে। যদিও ওই রাস্তায় একাধিকবার সংস্কার কাজ হয়েছে, তবে কাজ সম্পূর্ণ করা হয়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই তাঁরা ঘাটাল যাওয়ার প্রধান সড়কে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবিও তুলেছেন। এ বিষয়ে ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট জানান, 'এই সমস্যার কথা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট মহলে জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। প্রশাসনের তরফে দ্রুত হস্তক্ষেপ করা না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র নোডাল অফিসার কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৭.২০২৫

মেয়ের জন্মদিনের দিনেই মৃত্যু বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার ছিল মেয়ের জন্মদিন, দুই মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে পানাগড় বাজারের গুরুদুয়ারা এলাকায় তাঁর ছোট সংসার। কাঁকসার রাজবাঁধের একটি হোটেলের বাইরে গার্ডের কাজ করতেন বছর ৫০ এর দীনেশ দুবে। তাঁর কাজ ছিল হোটেলের বাইরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যে সমস্ত গাড়ি ও লরি যাতায়াত করে তাঁদের ইশারা করে বোঝানো যে, পিছনে হোটেল রয়েছে সেখানে খাওয়ার পাওয়া যায়। তাঁর ইশারাতে অনেক লরি বা ছোট গাড়ি দাঁড়াতো হোটেলের সামনে। গাড়ির আরোহীরা হোটেলে খাওয়ার খেতে ঢুকলে তাঁদের গাড়ি পাহারা দেওয়ার কাজও ছিল তাঁর। তাঁর বদলে গাড়ির মালিকরা কিছু অর্থ তাঁকে বোক্সিস হিসেবে দিতেন। সেটাই ছিল তাঁর হোটেলের মাইনের পর বাড়তি রোজগার। এদিন মেয়ের আবদারে তাঁকে জন্মদিনে মোবাইল কিনে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু একটা মোবাইল কিনতে প্রায় ১৫ হাজার টাকার খরচ। তাই হোটেল মালিককে জানালে মালিক তাঁর হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন। বাকি টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য মোবাইল কিনে জন্মদিনের উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। সোমবার দিনের আলো ফুটতেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সকাল হতেই হোটেলের কর্মীরা লক্ষ্য করেন দীনেশ দুবে রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছেন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাঁকসা থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। হোটেলের মালিক গগন দীপ সিং জানিয়েছেন, 'প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও তিনি ডিইটি করছিলেন। রাত প্রায় তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের পর তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। সবাই ভেবেছিল সে হয়তো রাস্তায় ডিউটি করছে। পরে দিনের আলো ফুটতেই তাকে রাস্তার একটা ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনুমান করা হচ্ছে রাস্তার ধারে যে লরি দাঁড়ায়, পিছনে টার্ন নেওয়ার সময় তাঁকে ধাক্কা মেরে চলে যায়।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নোটিস

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, সেনটুর এরোমেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ওম ইনডস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, জে.এল. নং-১২, দাগ নং-৩৮২০, ৩৮২১, গ্রাম ও পোস্ট অফিস-দেউলপুর, থানা-পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত প্রতি বছর ৫০ টন অ্যামব্রিটোলাইড (সিন্থেটিক ম্যাক্রোসাইক্লিক মাস্ক কমপাউন্ড) উৎপাদনের জন্য ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র পাইয়াছে EC25B0202WB5403396N and File No. EN/T-II-I/135/2024, dated. 12/08/2024। ছাড়পত্রের কপি ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের ওয়েবসাইটে এ পাওয়া যাবে।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
শম্ভুনাথ কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৬৯, বড়তলা স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **০৯.০৫.২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"তামিলনাড়ু রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৬৯, বড়তলা স্ট্রিট, ৫ম তল,
কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

আবেদনকারীর পক্ষে
শম্ভুনাথ কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অর্জুন কুমার
ডিরেক্টর
ডিন নং - ০৬৭৭২২৪৯

তারিখ : ২৮.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ওয়ান স্টপ কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৬৯, বড়তলা স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **০৯.০৫.২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"তামিলনাড়ু রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৬৯, বড়তলা স্ট্রিট, ৫ম তল,
কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

আবেদনকারীর পক্ষে
ওয়ান স্টপ কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অর্জুন কুমার
ডিরেক্টর
ডিন নং - ০৬৭৭২২৪৯

তারিখ : ২৮.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)

২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ই-মেল আইডি - sbi.10263@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ই-মেল আইডি -sbi.10263@sbi.co.in মোবাইল - ৯৮১০৯৭২১১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং '**যেখানে যা আছে**', '**যেখানে যেমন আছে**' এবং '**যেখানে যে অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ১৮.০৮.২০২৫ সময় - ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী সঞ্জয় খানরা,** ফ্ল্যাট নং ৪০২, ৫মতল, হাওড়া কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১২৪, নস্কর পাড়া লেন, পো: ঘুষুড়ি, থানা : মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ৩, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০২, পরিমাণ কমবেশি **৫৪০ বর্গফুট,** ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পাঁচতলায় (পশ্চিম দিকে) , ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ লিভিং এবং ডাইনিং, ১ টয়লেট, উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত হাওড়া পৌর নিগম হোল্ডিং নং ১২৪, নস্কর পাড়া লেন, পো : ঘুষুড়ি, থানা : মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ৩, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ	**১৭,৫৮,১১০.২৪ টাকা (সতের লাখ আটান্ন হাজার একশ দশ টাকা এবং চব্বিশ পয়সা) ০২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	৮,০৭,০০০ টাকা ৮০,৭০০ টাকা ১০,০০০ টাকা

এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৪০১। **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৪০৩। **পূর্বে :** সিঁড়ি চাতাল এবং ফ্ল্যাট নং ৪০৩। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
সম্পত্তি শ্রী সঞ্জয় খানরা এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৬০৪৩-২০১৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৬৪৭৩৭ থেকে ১৬৪৭৭২, অফিস ডি এস আর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৪.০৮.২০২৫ | দখলের ধরন - স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** যোগাযোগ করুন
ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫, স্থান : হাওড়া | অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা
নদীয়া প্লাজা, পোড়ামাতলা রোড, দোপালী মোড়
নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১ ৩০২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **৩০.০৮.২০২৫** তারিখে **১,৫৬,৬৪,৪৪৩.০০ টাকা** (এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) **২৫.০৭.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** এর পাওনা আছে **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পোড়ামা টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুরেশ দেবনাথ,** পিতা-মৃত মনোরঞ্জন দেবনাথ, ৬৭, বড়গাছি, পোস্ট- ময়লে, জেলা-বর্ধমান, পঃবঃ, পিন - ৭৪১৩০২ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পোড়ামা টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুরেশ দেবনাথ, পিতা- মৃত মনোরঞ্জন দেবনাথ, ৬৭, বড়গাছি, পোঃঅঃ - ময়লে, জেলা-বর্ধমান, পঃবঃ, পিন- ৭৪১৩০২ ২. স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা : শ্রী সুরেশ দেবনাথ, পিতা- মৃত মনোরঞ্জন দেবনাথ, নবদ্বীপ উড বার্ন রোড, পোঃঅঃ এবং থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২ ৩. জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: শ্রীমতী কবিতা দেবনাথ, স্বামী- শ্রী সুরেশ দেবনাথ নবদ্বীপ উড বার্ন রোড, পোঃঅঃ এবং থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩০২ খ) নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা	**সম্পত্তি ১ : (ক)** মৌজা- বড়গাছি, জেএল নং ৬৭, এলআর- খতিয়ান নং ৬০২, এল.আর. কলেখাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে দাগ নং ৫০৩, থানা.- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান এ অবস্থিত ১৬ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের কাঠামো সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। বিক্রয় দলিল নং ২০৪০/২০১০ তারিখ ২২.০৩.২০১০, বুক নং আই, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা ১৬৪২ থেকে ১৬৫০ পর্যন্ত এডিএসআর পূর্বস্থলীতে **সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ -এর নামে নিবন্ধিত।** **(খ)** কমবেশি ১৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- বড়গাছি -তে , জেএল নং ৬৭, এলআর- খতিয়ান নং ৬৫৩, এল.আর. দাগ নং ৫০৩, কালেখতালা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে থানা-পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান বিক্রয় দলিল নং ২০৩৪/২০১০ তারিখ ২২.০৩.২০১০, বই নং আই, সিডি ভলিউম নং. ৭, পৃষ্ঠা ১৫৩৬ থেকে ১৫৪৪ পর্যন্ত এডিএসআর পূর্বস্থলীতে **কবিতা দেবনাথের নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- রমনা দেবনাথের জমি দ্বারা, দক্ষিণে- কালিপদ বিশ্বাস এবং সুজিত বিশ্বাসের জমি দ্বারা পূর্ব- নেপাল রাজোয়ার জমি দ্বারা, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **সম্পত্তি ২ : (ক)** কমবেশি ২২ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা-ভান্ডারটিকুড়ি -তে, জেএল নং ৮৭, তৌজি নং- ২৫, এলআর. খতিয়ান নং ২৪২, এল.আর.দাগ নং ২১০ জাহাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ৬৩৯৮/২০১৭ তারিখ ১৩.১২.২০১৭ **সুরেশ চন্দ্র দেবনাথের নামে** এডিএসআর পূর্বস্থলীতে নিবন্ধিত হয়েছে। **(খ)** কমবেশি ২১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা-ভান্ডারটিকুড়ি তে, জেএল নং ৮৭, তৌজি নং ২৫ এল.আর. খতিয়ান নং ২২৭,৭৮, এলআর.দাগ নং ২১০, জাহাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান ১৩.১২.২০১৭ তারিখে বিক্রয় দলিল নং ৬৩৯১/২০১৭ **সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ -এর নামে** এডিএসআর পূর্বস্থলীতে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- নরেশ চন্দ্র দেবনাথ -এর জমি, দক্ষিণ- সুরেশের চন্দ্র দেবনাথ এর জমি, পূর্ব- সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ এর জমি, পশ্চিম- সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ এর জমি দ্বারা।	**১,৫৬,৬৪,৪৪৩.০০ টাকা** (এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) **২৫.০৭.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**সম্পত্তি ১ :** ক) ৩০,৯২,৪০০.০০ টাকা (*) (ত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত টাকা মাত্র) খ) ৩,০৯,২৪০.০০ টাকা (তিন লক্ষ নয় হাজার দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30024627351 ঙ) ব্যাংকের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ২ :** ক) ১৮,৫৭,৬০০.০০ টাকা (*) (আঠারো লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) খ) ১,৮৫,৭৬০.০০ টাকা (এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশত ষাট টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30024627351A ঙ) ব্যাংকের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ৩০.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ২৮.০৭.২০২৫
স্থান: নবদ্বীপ পিএমটি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রশাসনিক বৈঠকেও ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে সরব মমতা, দিশা দেখালেন কর্মসংস্থানের

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● বোলপুর

কর্মসংস্থান বাড়তে চলেছে বীরভূমে, প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই আশার কথা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ বোলপুর গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে শুরু হয় বীরভূম জেলার উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক বৈঠক। কেমন কাজ হচ্ছে বীরভূমে তা খতিয়ে দেখতে মুখ্য সচিব-সহ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মলয় ঘটক, চন্দ্রনাথ সিনহা, ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ‘রিভিউ মিটিং’ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন বীরভূমের দুই সাংসদ শতাব্দি রায় এবং অসিত মাল-সহ ১০ জন বিধায়ক। ছিলেন এসআরডি-এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। প্রশাসনিক বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, কর্মশ্রী প্রকল্পে সরকার ৫০ দিন করে জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ দিয়েছেন। আগামী ২ আগস্ট থেকে ‘ পাড়ায় সমাধান’ কর্মসূচি সারা রাজ্যে শুরু হচ্ছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে জেলায় জেলায় সমস্যার সমাধান করার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।’ এজন্য জেলা শাসকদের চোখ কান খোলা রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশাসনিক বৈঠক থেকেও পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে গিয়ে হেনস্থার ব্যাপারে সরব হতে দেখা যায় এদিন। তাঁর অভিযোগ, ‘এ রাজ্য থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন। সেই রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকেরা সঠিক মর্যাদা পাচ্ছেন না।’ প্রশাসনিক মিটিংয়ে মমতা অভিযোগ করে বলেন, ‘ভোটারদের হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে।’ বিএলও-দের অনুরোধ করেন, সঠিক ভোটারদের যেন লিস্ট থেকে নাম বাদ না পড়ে তা দেখতে। তাঁর অভিযোগ, ‘এনআরসির নাম করে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাঁদের ওপর অত্যাচার করছে বিজেপি শাসিত কিছু রাজ্য। পরিযায়ী শ্রমিকদের যাঁরা ফিরে আসতে চান, তাঁদের সরকার রেশনের ব্যবস্থা, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলে ফ্রি-তে পড়ানোর ব্যবস্থা এবং কর্মশ্রী প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেওয়া হবে।’ এই প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে ডিটেনশন ক্যাম্প করে তাঁদের রাখা হবে। এই ব্যাপারে জেলাশাসকদের আরও উদ্যোগী হতে নির্দেশ দেন তিনি। জেলাশাসক, বিডিওদের পাশাপাশি পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে ছোট ছোট কাজ করার নির্দেশ দেন যেখানে কর্মশ্রী প্রকল্পে জব কার্ড হোল্ডারদের বেশি করে কাজ দেওয়া যায়। মমতা বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ, জল স্বপ্ন প্রকল্পের কাজ,রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।’ তাই মমতা এই প্রশাসনিক বৈঠকে পানীয় জল,রাস্তাঘাট, আলো ইত্যাদি কাজের জন্য সাংসদদের এক কোটি টাকা করে এবং বিধায়কদের তাঁদের তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার আবেদন জানান। এরপরই তিনি বলেন, ‘ডেউচা পাঁচামি প্রকল্পে ব্যাসল্ট পাথর উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে গ্লোবাল টেন্ডারিং করা হয়েছে, ডেউচা কোল মাইন্স প্রকল্পে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের পাশাপাশি এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। শুধু তাই নয় এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি প্রকল্প হলে অনেক অনুসারী শিল্প গঠিত হবে সেখানেও কর্মসংস্থান হবে। তাছাড়া এই প্রকল্পের জন্য জমিদাতা, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি এলাকা উন্নয়নে হসপিটাল ছাড়াও ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।’ আহমদপুরের বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সুগার মিল-এর জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি হবে, যার ফলে সেখানেও কর্মসংস্থান বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী বীরভূমে পর্যটনে ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাতে দুটি ‘রিলিজিয়াস সার্কিট’ গড়ে তুলেছেন। একটি ‘একতারার সুরে’, অন্যটি ‘মাদলের টানে’ দুটি ক্ষেত্রেই পর্যটকেরা জেলার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করতে পারবেন যার ফলে আয় বাড়বে, কর্মসংস্থানও হবে। রাঙাবিতান, তারা বিতান, বাউল বিতান এবং হাঁসুলি বাক এবং ফুল্লরা তলায় আরও বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, ‘আগে পুলিশ বেশি করে ঘুরত কিন্তু এখন সেটা অনেকটাই কমে গেছে, তাই ভিজিলেন্স বাড়াতে হবে।’ শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় শ্রাবণী মেলা শান্তিপূর্ণভাবে যাতে হয়, তার জন্য পুলিশকে আরও সজাগ থাকার পরামর্শ দেন তিনি। পুলিশকে বেশি করে নাকা চেকিং করার পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম সেলকে আরও একটিভ হওয়ার নির্দেশ দেন। বীরভূম জেলায় খাদি, হ্যান্ডলুম, লেদার কমপ্লেক্সের ক্লাস্টারের পাশাপাশি ইলামবাজারের টিকর বেতাই কাঁসা পিতলের ক্লাস্টার, ভগবতীপুরে ফাইল ফোল্ডার তৈরির ক্লাস্টার ,রামপুরহাটে সিল্কের হাব তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। ইলামবাজার ও মুরারয় রেডিমেন্ট গার্মেন্টের কারখানা তৈরি হওয়ায় স্বনির্ভর দলের মহিলারা আরো বেশি করে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। সব দিক দিয়ে রাঙ্গামাটির বীরভূম এখন উন্নয়নের অনেক ধাপ এগিয়ে তাই মুখ্যমন্ত্রীর আশা দক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফিরে এলে কাজের অসুবিধা হবে না।

চিকিৎসায় চরম গাফিলতির অভিযোগ
ফের কাঠগড়ায় সরকারি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিদর্শন দেখা গেল আরামবাগ মহকুমার খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে। সরকারি হাসপাতালে ‘মৃত’ ঘোষণা করা শিশু ‘বেঁচে উঠল’। পুলিশি সহায়তায় সেই শিশুকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলেও শেষ রক্ষা হল না। ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগে কাঠগড়ায় সরকারি হাসপাতাল। আর এই ঘটনার চার বছরের শিশুকে ঠিক মতো চিকিৎসা না করার অভিযোগকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে খানাকুল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, খানাকুলের চিংড়া পঞ্চায়েতের খেটোদল এলাকার চার বছরের শিশুকে চিকিৎসার জন্য খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের লোকজন অনুমান করে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়েছে। অভিযোগ, হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসক ওই শিশুকে মৃত বলেই ঘোষণা করে। পুলিশ ওই শিশুর দেহ উদ্ধার করে খানাকুল থানায় নিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই শিশুর শরীর আবার নড়াচড়া শুরু করে। দ্রুত পুলিশ ওই শিশুকে উদ্ধার করে আবারও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ওই শিশুটিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, ভাল করে পরীক্ষা না করেই শিশুকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ, এই ঘটনা ঘটার পরও কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেয়নি, না হলে শিশুটি বেঁচে যেত। খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালের ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হবে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। চিকিৎসার গাফিলতি অভিযোগ তুলে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে পরিবারের সদস্যরা। মৃত শিশুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী উমেশ অধিকারী, গৌর রঙরা জানান, ‘হাসপাতালে সঠিক সময়েই ভর্তি করা হয় শিশুটিকে। কিন্তু হাসপাতালে থাকা চিকিৎসক সঠিক পরীক্ষা না করেই মৃত বলে সার্টিফিকেট দেন। তারপরে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে এলে শিশুটি নড়েচড়ে বসে, মূত্রত্যাগ পর্যন্ত করে। এরপর তড়িঘড়ি পুলিশের সহায়তায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হলেও ওখানের চিকিৎসক মৃত বলে। কিন্তু এই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক কী পরীক্ষা করল? এর সঠিক তদন্ত করে অভিযুক্ত চিকিৎসককে শাস্তি দিতে হবে।’ তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খানাকুল থানার ওসি সহ-বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এই বিষয়ে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ সুশান্ত মজুমদার বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। অভিযোগ যখন করছে পরিবারের লোকজন আমরা বিষয়টা দেখব।’ সবমিলিয়ে চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় আরামবাগ।

ডোমকলে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: ইমপ্রোভাইসড ৭ এমএম পিস্তল, ১০২ রাউন্ড কার্তুজ-সহ এক আগ্নেয়াস্ত্র কারবারীকে গ্রেপ্তার করল ডোমকল থানার পুলিশ। রবিবার রাতে ডোমকল থানার ঝাওবারিয়া মহরমুতলা থেকে ওই অস্ত্র কারবারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আশরাফুল মণ্ডল,বাড়ি ডোমকল থানার যুগিন্দা মোল্লাপাড়া। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, ‘দু’মাসে ডোমকল মহকুমায় তিনটি অস্ত্র কারখানা নষ্ট করা হয়েছে। প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।’ পুলিশ সূত্রে খবর, ২৫-৪০ হাজার টাকায় মুঙ্গের মেড সেভেন এমএম পিস্তল মিলছে। ৫-৭ হাজার টাকায় লোকাল মেড ওয়ান শটার, পাইপগান, ১৫০-২০০ টাকায় মিলছে থ্রি নট থ্রি কার্তুজ। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত দিয়ে ফরাক্কা, সুতি, উমরপুর এখন অস্ত্র কারবারীদের করিডর হয়ে উঠেছে। অস্ত্র কারবারীদের বাগে আনতে ডোমকল মহকুমা পুলিশ কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সোর্স বাড়িয়ে ইতিমধ্যে ডোমকল, জলঙ্গি, সাগরপাড়ায় তিনটি অস্ত্র কারখানা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়েই ঝাওবারিয়া মহরমতলায় ফাঁদ পাতে ডোমকল থানার পুলিশ। হাত বদলের আগেই পুলিশ আশরাফুলকে আটক করে। উদ্ধার হয়েছে একটি কালো রঙের সেভেন এমএম পিস্তল, চার রাউন্ড সেভেন এমএম বোরের কার্তুজ ও ৯৮ রাউন্ড ১২ বোরের কার্তুজ।

অতীত ইতিহাসে ডোমকলে রক্তক্ষয় ছাড়া কোনও নির্বাচন সম্ভব হয়নি। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডোমকলে সরকারি হিসেবেই ১৪ জনের প্রাণ গিয়েছিল। তারপরে যতবারই নির্বাচন হয়েছে ডোমকলে রক্ত ঝড়েছে। স্থানীয় শান্তিপ্রিয় মানুষের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের উদাসিনতায় ডোমকল বারুদের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে ঘরে আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকে গিয়েছে। বিহারের মুঙ্গের মেড আগ্নেয়াস্ত্রের অন্যতম বাজার মুর্শিদাবাদের ডোমকল। জলঙ্গি, সাগরপাড়া, রানিনগর থানা এলাকার আর্ন্তজাতিক সীমান্ত দিয়ে কিছু অস্ত্র পাচার হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। ডোমকল থেকে অস্ত্র যাচ্ছে নদিয়া জেলায়। সস্তায় মুঙ্গের মেড অস্ত্র মেলায় অস্ত্র কারবারীদের নজর কেড়েছে ডোমকল।

পুরাতন মালদায় তৃণমূলে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধানসভা নির্বাচন বাকি এখনও প্রায় দশ মাস। কিন্তু তার আগেই এ যেন উলোট পুরান। পুরাতন মালদার প্রায় ৬০ জন কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন। সোমবার দুপুরে পুরাতন মালদার ব্লকের ৮ মাইল এলাকায় স্থানীয় বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহার বাড়ির দলীয় কার্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথের প্রায় ৬০ জন তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করে বলে দাবি করা হয়েছে। এদিন বিজেপিতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে বিজেপি বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি পরিচালিত পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী-সহ চার নম্বর মন্ডলের বিজেপির সভাপতি শ্যাম মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অসিত সাহা ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের বিভিন্ন বুথ যেমন নলডুবি, কামাঞ্চ ও ঝিমুলি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা এদিন বিধায়কের হাত দিয়ে বিজেপির পতাকা ধরেন। এদিন যোগদানকারী প্রাক্তন তৃণমূল কর্মী বুবাই দাস জানিয়েছেন, ‘ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাজ দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন।’ অন্যদিকে এদিনের এই যোগদান সম্পর্কে বিজেপির বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, ‘বিধানসভার আগের যোগদান পর্ব শুরু হল। আগামীতে প্রতিটা এলাকায় বিজেপিতে যোগদান করানো হবে। কারণ, তৃণমূল দল একটি চোরের দল। এই দলের ওপরে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছেন তাই আত্মসম্মানের জন্য তাঁরা আমাদের দলে আসছেন।’ অন্যদিকে বিজেপির যোগদান পর্বকে কটাক্ষ করে মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি জানকী নন্দন দাস বলেন, ‘বিজেপির পায়ের তলার মাটির নরম হয়ে গিয়েছে। তাই ওরা এখন থেকেই সিদুরে কালো মেঘ দেখছে। এদিন তৃণমূলের কোনও কর্মীরাই বিজেপিতে যোগদান করেননি। বরং নিজেদের লোকদের পতাকা ধরিয়ে এগুলো নাটক করানো হয়েছে।’

গঙ্গার চরে আটকে পড়া দুই নাবালক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্ষাকালের গঙ্গা, তার ওপর জোয়ার, এই অবস্থায় চরে আটকে পড়া ২ নাবালককে উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার হুগলির শ্রীরামপুরের ঘটনা। জোয়ারের সময় গঙ্গার মাঝে চরে আটকে পড়েছিল দুই নাবালক। স্থানীয়রা চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত খবর যায় পুলিশের কাছে। শ্রীরামপুর থানা এলাকায় ছিন্নমস্তা ঘাটের কাছেই ঘটে এই ঘটনা। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই দুই নাবালক ঘাটের কাছে খেলা করছিল। সেই সময়ে গঙ্গায় ভাটা ছিল। ওই দুই নাবালক সেই সুযোগে কিছুটা সাঁতরে গঙ্গার মাঝের একটি চরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খেলছিল তারা। ছিন্নমস্তা ঘাটের কাছেই রয়েছে প্রমাণ আকারের একটি চর। ভাটায় সময়ে নদীর বুক জেগে থাকে, জোয়ারের সময় ঢুকে পড়ে জল। সেই চড়াতেই খেলা করছিল ওই দুই নাবালক। তখনই জোয়ার চলে আসায়, সেখানে আটকে পড়ে তারা। স্থানীয়রা চেষ্টা করলেও জোয়ারের মাঝে ওই চর থেকে তাদের উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। দ্রুত খবর দেওয়া হয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশকে। ঘটনার কথা শুনেই লঞ্চ নিয়ে গিয়ে দুই নাবালককে উদ্ধার করে পুলিশ। নাবালকদের অভিভাবকদের ডেকে সুস্থ অবস্থায় তাদের বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপুরে ভাষা আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালির ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল। বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে এই মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ফের স্টেডিয়ামে শেষ হয়। বিধায়কের দাবি, ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে তাঁদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার ইস্যুতে গত ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ থেকে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ছাড়াও এই মিছিলে পা মেলান বিষ্ণুপুর শহরের সমস্ত শ্রেণির তৃণমূল কর্মীরা।

মিড ডে মিলে রান্নার সময় আগুন, অসুস্থ দুই পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: মিড ডে মিলে রান্নার সময় আগুন আতঙ্ক স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ল দুই ছাত্রী। দমকলের তৎপরতায় মিলেছে রক্ষা। স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় স্কুলে। স্কুলে পড়ুয়াদের ছোটাছুটির দৃশ্য দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ে দুই ছাত্রী। ঘটনাটি হাবড়ার মহিষা কেএমআর ইনস্টিটিউশন হাই স্কুলের। এদিন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ওভেনের লাইন পরিবর্তন করার পর রান্না করতে গিয়ে আগুন লাগে। নিজেরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও আয়ত্তে আনতে পারেনি। পরে দমকলের কর্মীরা গিয়ে ভেজা চটের বস্তা দিয়ে আগুন নিভিয়ে সিলিন্ডারটি বাইরে বের করে। স্কুলের অগ্নিনির্বাপন সিলিন্ডার আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে কাজ করেনি কারণ সবগুলি সিলিন্ডার অনেক আগেই ডেট এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত দুই পড়ুয়াদের পুলিশ উদ্ধার করে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসাধিন পড়ুয়ারা।

রায়নায় বাম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: সিপিএমের দু’জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিলেন। তাঁরা রায়নার পলাশন পঞ্চায়েতের সদস্য। এই পঞ্চায়েতটি সিপিএমের দখলে রয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮টি আসনের মধ্যে সিপিএম ১০টি আসন পেয়েছিল। আটটি আসন পেয়েছিল তৃণমূল। সিপিএমের দু’জন সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এদিন সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য বেণীমাধব দত্ত ও নিজাম চৌধুরীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক (রায়না) শম্পা ধাড়া। রায়না ১ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ জাহানুল হক (চন্দন) বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও এলাকার উন্নতির স্বার্থে সিপিএমের ওই দুই সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।’

নিতুড়িয়া ব্লকে খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে গণেশ পুজোর প্রস্তুতি শুরু করল পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া ব্লকের পারবেলিয়া সরস্বতী ক্লাব। পুরুলিয়ার অন্যান্য বিগ বাজেটের মধ্যে অন্যতম এই পুজো এবার ২৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। নেপালের একটি বিখ্যাত প্রাচীন মন্দিরের আদলে এবার তৈরি হবে এই পুজো মণ্ডপ। একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১০দিন ধরে চলা এই পুজোর এবার বাজেট রয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। গণেশ পুজো কমিটির কনভেনার তথা নিতুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শান্তিভূষণ প্রসাদ যাদব বলেন, ‘এবারের এই পুজো ২৭ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই পুজো উপলক্ষে ১০ দিন ধরে মেলা চলবে। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।’

বিজেপি ও তৃণমূলের সিএএ শিবির টক্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার চোয়াটিয়া বাজারে ২০ মিটার দূরে বিজেপি ও তৃণমূলের সিএএ শিবির, পাল্টা শিবির। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা চোয়াটিয়া বাজারে গত বৃহস্পতিবার থেকে সিএএ আবেদন করার জন্য সহযোগিতা শিবির করেছিল বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গোয়ালী। গত কয়েক দিন ধরে এই ক্যাম্প চলছে। তার মধ্যে রবিবার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আরও একটি শিবির খোলা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শিবির থেকে বলছেন, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চায়। যাদের কাছে ভোটার কার্ড আছে তারাই ভারতের নাগরিক। একই বাজারে পাশাপাশি দুটো শিবির থাকায় স্বাভাবিকভাবেই চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের শিবিরে আসা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, ‘আমি ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছি। বাংলাদেশ থেকে তো বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার ও স্বপন মজুমদারও এসেছেন। তাঁরা কী সিএএ-তে আবেদন করছেন? সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমি সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা পাই। আমি কেন সিএএ তে আবেদন করব? আমি তো পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলাম সেটা কী বেআইনি?’ অন্যদিকে বিজেপির শিবিরে আসা চপলা বিশ্বাস বলেন, ‘অনেক বছর হলো আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমাদের ভোটার কার্ড নেই। কিন্তু আধার কার্ড-সহ যাবতীয় নথিপত্র সমস্ত কিছু আছে। তাই আমরা সিএএ-এর জন্য আবেদন করতে এসেছি।’

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু সিভিকের: কর্তব্যরত অবস্থায় বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। মৃত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম ইন্দ্রজিৎ কুমার (৩৩)। বাড়ি পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। ওই সিভিক ভলান্টিয়ার বাঘমুন্ডি থানায় কর্মরত ছিলেন। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, রবিবার গভীর রাতে বাঘমুন্ডি থানার গোবিন্দপুর পুরনো পোস্ট অফিস মোড়ে বাইক নিয়ে এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন ইন্দ্রজিৎ ও তাঁর সহ কর্মী। মোটর বাইকটি নিয়ে তাঁরা যখন গ্রামের দিকে যাচ্ছিল ঠিক ওই সময় বাঘমুন্ডির দিক থেকে একটি দ্রুত গতিতে মোটর বাইক এসে তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ইন্দ্রজিৎ কুমার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ইন্দ্রজিৎ কুমারের।

গৌড় এক্সপ্রেসে এসি টু টায়ারে একাধিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিয়ালদা থেকে মালদাগামী দূরপাল্লার গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি নিয়ন্ত্রিত কামরায় একের পর এক যাত্রীর মোবাইল টাকার ব্যাগ চুরির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার সাতসকালে গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাতেই এসি - টু টায়ারের একটি কামরার যাত্রীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় একাধিক যাত্রী তাঁদের নানান সামগ্রী চুরির বিষয়ে মালদা টাউন স্টেশন জিআরপির কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। যাদের মধ্যে রয়েছেন ইংরেজবাজার শহরের বিবেকানন্দপল্লি এলাকার এক চিকিৎসক দম্পতিও। গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি নিয়ন্ত্রিত কামরার একের পর এক যাত্রীর জিনিসপত্র চুরির ঘটনাকে ঘিরে রেলের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এসি-টু টায়ারের এ-টু কামরায় অধিকাংশ যাত্রীদের অভিযোগ, রবিবার কলকাতা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি-টু টায়ার কামরায় উঠেছিলেন তাঁরা। সকালে মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছালে তাঁরা বুঝতে পারেন তাদের মোবাইল, টাকা ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড-সহ বিভিন্ন নথি চুরি হয়েছে। ইংরেজবাজার শহরের ওই চিকিৎসক যাত্রী পৃথ্বীরাজ রায় বলেন, এই ট্রেনের এসি-টু টায়ারের ২১ এবং ২২ নম্বর আসনটি আমাদের ছিল। রাত তিনটে নাগাদ ট্রেনের বাথরুমে যাই। ফিরে যখন আবার শুতে আসি, তখন সব জিনিসপত্রই আমাদের ছিল। ভোরের দিকে ফারাক্কা স্টেশনের আগেই ট্রেনটি একবার থেমেছিল। সেখানে বেশ কিছু মানুষ এই সংরক্ষিত কামরা উঠেছিল। সেই সময় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এরপরই হঠাৎ করে দেখি আমার আইফোন, টাকার ব্যাগ, এটিএম কার্ড বিভিন্ন ধরনের পরিচয়পত্র সব চুরি হয়ে গিয়েছে। একইভাবে এই কামরার একের পর এক যাত্রীর এই চুরির অভিযোগ করতে থাকেন।’ ওই কামরার আরেক মহিলা যাত্রী তনুশ্রী ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমাদের ধারনা ফারাক্কা স্টেশনের আগেই ভোরের দিকেই এই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। এই কামরার অন্তত সাত থেকে আট জন যাত্রীর নানান জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। একজন মহিলা যাত্রীর হাতের ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন, টাকা, এটিএম কার্ড বার করার পর সেই ব্যাগটি ডাস্টবিনে ফেলে পালিয়েছে চোরের দল।’ এত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সংরক্ষিত কামরাতে কেন রেলের নিরাপত্তা নেই? পুরো বিষয়টি নিয়ে জিআরপিতে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজারস কমিটির প্রাক্তন সদস্য তথা মালদা জেলা তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল হালদার। তিনি বলেন, ‘গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনই সেটি মালদা টাউন স্টেশন থেকে ৯টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদায় ৪টা১৫ মিনিটে ঢোকে। আবার শিয়ালদা থেকে রাত ১০ টায় ছেড়ে। পরের দিন মালদা টাউন স্টেশনে ৬টায় ঢোকে। সাধারণ যাত্রী থেকে ভিআইপি মানুষেরাও এই ট্রেনে যাতায়াত করেন। অথচ সেই ট্রেনের কামরাতে চুরির ঘটনা ঘটছে । আমরা এই তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ মালদা টাউন স্টেশনে জিআরপি প্রশান্ত রায় জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

‘টাকা নিয়ে প্রশ্ন’ মামলায় লোকপালের কাছে রিপোর্ট পেশ সিবিআইয়ের

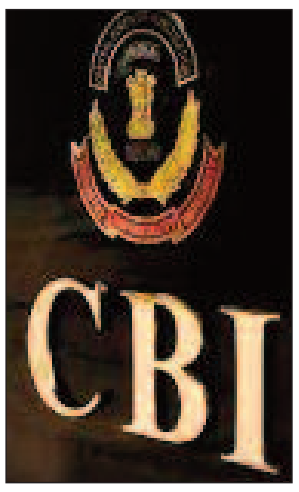

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে লোকপালের কাছে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। তৃণমূল সাংসদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকে নিয়েও বিস্তারিত রিপোর্ট জমা পড়েছে সোমবার।

২০২৩ সালের ২১ মার্চ, লোকপালের সুপারিশের ভিত্তিতে সিবিআই মহুয়া ও হিরানন্দানির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে এফআইআর দায়ের করে। অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল সাংসদের সাংবিধানিক দায়িত্বের সঙ্গে আপস করা, ঘুষ গ্রহণ, এবং সর্বোপরি, জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার মতো গুরুতর পদক্ষেপ। তদন্তে উঠে এসেছে, মহুয়া মৈত্র তাঁর লোকসভার লগ-ইন তথ্য দর্শন হিরানন্দানিকে শেয়ার করেছিলেন, যার মাধ্যমে সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তার বিনিময়ে তিনি ঘুষ ও অন্যান্য ‘অসঙ্গত সুবিধা’ নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত দলীয় স্তরে প্রকাশ্যে কোনও অবস্থান নেয়নি, যদিও মহুয়া মৈত্র একাধিকবার সমস্ত অভিযোগকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু লোকপালের তদন্ত এবং সিবিআইয়ের সরাসরি রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর চাপ বহুগুণ বেড়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনায় শুধু মহুয়া নন, তৃণমূলের ভাবমূর্তিও ফের ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ও তার প্রমাণমূলক তদন্ত দলকে অস্বস্তিতে ফেলতে বাধ্য। এখন দেখার, লোকপাল এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ঠিক কী পদক্ষেপ নেয়;তা শুধু মহুয়ার ভবিষ্যৎ নয়, সংসদের মর্যাদা ও রাজনৈতিক শুদ্ধতার প্রশ্নেও নজরকাড়া হয়ে উঠতে চলেছে।

ব্যাংককে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত অন্তত ৬

ব্যাংকক, ২৮ জুলাই: কম্বোডিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের মাঝেই ব্যাংককে ভরা বাজারে বন্দুকবাজের হামলা। এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হল অন্তত ৬ জনের। হামলা চালানোর পর অভিযুক্ত নিজেকেও শেষ করে দিয়েছে বলে খবর। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ব্যাংককের অর টর কর বাজারে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই সময়ে আচমকা এক যুবক ভিড় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। গুলির আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন অন্তত ৬ জন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। তবে এই হামলায় কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে চারজন ওই বাজারের নিরাপত্তারক্ষী। শুধু তাই নয়, হামলা চালানোর পর অভিযুক্ত যুবকও নিজেকেও শেষ করে দিয়েছেন। পুলিশের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক বলেন, তকী কারণে এই হামলা চালানো হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।দ প্রসঙ্গত, ‘এমারেলড ত্রিকোণ’ নামের একটি এলাকাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার থেকে ফের সংঘাত শুরু হয়েছে থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার মধ্যে। তবে রবিবার দু’দেশ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু তারপরও দু’দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে গোলা-গুলি ছুঁড়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতে সোমবার বন্দুকবাজের হামলায় অশান্ত হয়ে উঠল ব্যাংকক।

উত্তরপ্রদেশের সরকারি হাসপাতালে টর্চ জ্বেলে চিকিৎসা

লখনউ, ২৮ জুলাই: চিকিৎসা করতে চিকিৎসকদের ভরসা মোমবাতির আলো, নয়তো টর্চ লাইট! উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার সরকারি হাসপাতালের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। গোটা হাসপাতাল অন্ধকারে ডুবে। কারেন্ট তো নেই, এমনকি হাসপাতালের জেনারেটরও অকেজো! প্রায় ৪৫ মিনিট এ ভাবে চিকিৎসা চলল সেই সরকারি হাসপাতালে। হাসপাতালের সুপার এসকে যাদব পিটিআইকে জানিয়েছেন, জেনারেটরে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সারাইয়ের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। সুপারের কথায়, ‘ওই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই টর্চ লাইট জ্বেলে চিকিৎসা করেন চিকিৎসকেরা। হয়তো সেই সময় কেউ ভিডিয়ো করেছিলেন।’ ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কেন বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জরুরি বিভাগের জন্য ‘ইনভার্টারের’ ব্যবস্থা করেন।

আউশনেশ্বর মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ২, জখম অন্তত ৪০ পুণ্যার্থী

লখনউ, ২৮ জুলাই: শিবের জলাভিষেক করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট ও পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। শ্রাবণ মাস চলছে। সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালতে উপচে পড়ছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। এর মধ্যেই ঘটল ভয়ঙ্কর বিপত্তি। বিখ্যাত আউশনেশ্বর মহাদেব মন্দিরে জলাভিষেকের সময় বড় দুর্ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং তারপরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে ২ জনের। আহত আরও কমপক্ষে ৪০ জন পুণ্যার্থী। আশঙ্কাজনক অবস্থা তিনজনের।

আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে রয়েছে আউশনেশ্বর মহাদেব মন্দির। এখানে শ্রাবণ মাস উপলক্ষে বিপুল পুণ্যার্থীদের ভিড় হয়েছিল। গভীর রাতে মন্দিরে জলাভিষেক হচ্ছিল। এমন সময় একটি বাঁদর বিদ্যুতের তারের উপরে পড়ে যায়, যার জেরে তার ছিঁড়ে যায়। তারটি গিয়ে লাগে লোহার কাঠামোয়। যার জেরে ভিড়ের মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী। ধাক্কাধাক্কি, আতঙ্কে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। জেলাশাসক শশাঙ্ক ত্রিপাঠীর দাবি, একটি বাঁদর হঠাৎ করে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ফেলে, সেখান থেকেই বিপত্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ২ পুণ্যার্থীর। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হায়দারগড়, ত্রিবেদীগঞ্জ সিএইচসি এবং বারাবাঁকি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে যান ডিএম-এসপি সহ শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, রবিবার হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরেও একই ঘটনা ঘটে। পুণ্যার্থীদের ভিড়ের মাঝেই গুজব রটে গিয়েছিল যে সামনে একাধিক ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন ছেড়া তারে, এর জেরেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে ৮ জনের মৃত্যু হয়। আহত ৩৬ জন।

ময়দান

এই ছেলেরাই ইতিহাস তৈরি করবে, জানালেন কোচ গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিডসে হার দিয়ে সিরিজ শুরু হয়েছিল। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত। কিন্তু লর্ডসে অল্পের জন্য হতাশা। ১৯৩ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে মাত্র ২২ রানে হার ভারতের। তবে দুর্দান্ত লড়াই করেছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজরা। ম্যাঞ্চেস্টারে খাদের কিনারায় ছিল ভারত। ইনিংসে হারের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে দেড়দিনের বেশি সময় প্রতিরোধ। ঐতিহাসিক ড্র ভারতের। শুভমন গিল, রবীন্দ্র জাডেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর সেঞ্চুরি করেছেন। ম্যাচ শেষে যা বললেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর।

ম্যাঞ্চেস্টারে ড্রয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার হোড কোচ গৌতম গম্ভীর সাংবাদিক

সম্মেলনে বলেন, ‘সিরিজে টিকে থাকার একটা সুযোগ করে দিল এই ম্যাচ। প্রচণ্ড চাপের মুখ থেকে টিম যখন এমন পারফর্ম করে, দুর্দান্ত একটা অনুভূতি হয়। ড্রেসিংরুমে এই ড্র অনেক আত্মবিশ্বাস দেবে। এই ড্র-টাও অনেক মূল্যবান।’

বর্তমান টিমকে নিয়ে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়, পরিষ্কার করে দেন গৌতম গম্ভীর। সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি কোনওদিন এমন ইনিংস খেলেছিলাম কি না মনে পড়ছে না। সেগুলো এখন অতীত। আমার মনে হয়, বর্তমান টিমের সকলেই নিজেদের মতো করে ইতিহাস গড়বে। এই টিমের কেউই কারও মতো হতে চায় না। বা কাউকে অনুসরণ করতে চায় না। ওরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে ইতিহাস গড়বে।’

মিতালি রাজকে অশ্লীল মন্তব্য পাক ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজ। ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁকে সকলেই সম্মান করেন। ভারতকে দীর্ঘ সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৭ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালেও উঠেছিল তাঁর নেতৃত্বে। অল্পের জন্য ট্রফি হাতছাড়া হয়। বিশ্বের সেরা ব্যাটার। ক্রিকেট খেলার সময় তাঁর একটি দৃশ্য সবসময়ই সকলের চোখ টানত। ব্যাটিংয়ে নামার আগে সাইড লাইনে বই পড়ছেন মিতালি রাজ। তাঁকে কোনও কেউ, বা অন্তত কোনও ক্রিকেটার খারাপ কথা বলতে পারেন, কল্পনার বাইরে। কিন্তু মিতালি রাজের সঙ্গে এমন আচরণ করেছিলেন পাকিস্তানের এক ক্রিকেটার। খোলসা করেছেন নিজেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে কোচিংয়ের ভূমিকায় দেখা যায়। ধারাভাষ্যও দেন। ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজ সম্প্রতি লাল্লনটপে একটি সাক্ষাৎকারে পুরনো অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। ক্রিকেট মাঠে তখন স্লেজিং হত কি না বা কী ধরনের কথা হত, সে সব নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। মিতালি জানান, সে সময় মূলত মাইন্ডগেম চলত। প্রতিপক্ষের মনসংযোগ করার জন্য নানা কথা বলা হত। কিন্তু এমন কোনও মন্তব্য করা হত না, যা আঘাত করতে পারে।

খারাপ অভিজ্ঞতাও অবশ্য হয়েছিল। তবে সেটা

একবারই। সেটাও খোলসা করেন মিতালি। বলেন, ‘একবারই শুধু অবাক হয়েছিলাম। কারণ, সেই ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম না। বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ওভারের মাঝে বোলার আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ কিছু একটা বলে যায়। প্রথমে বিশ্বাসই করে উঠতে পারিনি যে এমন কথাও আসতে পারে। মনসংযোগ কিছুটা হলেও ব্যাঘাত ঘটেছিল।’

ঠিক কী বলেছিলেন পাকিস্তানের সেই ক্রিকেটার? তা অবশ্য মুখে আনতেও অস্বস্তিতে পড়েন মিতালি রাজ। তাই আর খোলসা করেননি। মিতালি আরও যোগ করেন, ‘আউট হয়ে ফেরার সময় সেই বোলার বাউন্ডারি লাইন থেকে আসছিল। ওর নামও মনে নেই। নিয়মিত প্লেয়ার ছিল না। আবারও ওরকমই কিছু বলে। ঘটনাটি আমাদের টিম ম্যানেজার জানিয়ে বলি-এটার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ম্যাচ শেষে যেমন সৌজন্য হিসেবে হাত মেলানো হয়। আমার পরেই ছিলেন টিম ম্যানেজার। সেই প্লেয়ার আমার সঙ্গে হাত মেলাননি। আমাদের টিম ম্যানেজার তাকে ভালোভাবেই বোঝান, এমনটা করা উচিত হয়নি। তাতেও কোনও হেলদোল দেখা যায়নি।’

এরপর অবশ্য ব্যাপার গড়ায় অনেক দূর। মিতালিই জানান, ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজার ঘটনাটি পাকিস্তানের টিম ম্যানেজারকে বলেন। পাকিস্তানের টিম ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ করেন, ক্ষমা চান।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পাক জার্সি পরা নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গতকাল ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ড্র হওয়া চতুর্থ টেস্টে পাকিস্তানের জার্সি পরে গ্যালারিতে এসেছিলেন এক সমর্থক। মাঠের নিরাপত্তাকর্মী তাঁকে জার্সিটি ঢেকে ফেলতে বলেন। এ ঘটনার তদন্তে নেমেছে ল্যাঙ্কাশায়ার। কাউন্টি দলটির ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সেই দর্শকের নাম ফারুক নজর। জার্সি ঢেকে ফেলার নির্দেশ পাওয়ার প্রমাণ রাখতে তিনি এই ঘটনার ভিডিও পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। শুরুতে মাঠের নিরাপত্তারক্ষীদের এক সদস্য এসে ফারুককে জার্সি ঢেকে রাখার অনুরোধ করেন। এ সময় ফারুকের গায়ে ছিল সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাকিস্তানের সবুজ রঙিন জার্সি। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সেই নিরাপত্তারক্ষী নিজেকে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কাজ করেন বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ফারুকের কাছে গিয়ে বলেছেন, ‘আমাকে কন্ট্রোল রুম থেকে বলা হয়েছে, আপনি যদি ওই শার্টটা ঢেকে রাখতে পারেন, ভালো হয়। পরে আরেকজন স্টুয়ার্ড এসে বলেন, জার্সিটা তজাতীয়তাবাদীদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।’

ভিডিওতে দেখা যায়, বারবার অনুরোধে বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন ফারুক। একপর্যায়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তা এসে তাঁকে আলাদা জায়গায় গিয়ে কথা বলতে বলেন। পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, ফারুক জার্সি ঢাকার পরিবর্তে স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্কে কয়েক বছর ধরেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। চলতি বছর মে মাসে দুই দেশের সীমান্তে একটি সামরিক সংঘাতের পর সেই উত্তেজনা আরও তীব্র হয়। এই টানাপোড়েনের ছায়া পড়েছে দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কেও।

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIQ. No:- 01/PGP/2025-26 of 15th F.C Date of publishing:- **28/07/2025 from 10.00 a.m.** Last date of Submission of Quotation paper : **08/08/2025 up to 3.00 p.m.** Dte of opening: **08/08/2025 at 3.30 p.m.** For any information contact with the undersign
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 227/25-26 Dated 28.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN KARMAKAR PARA UDAY SANGHA, AT WARD NO.06 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 29.07.2025 at 11-00 hrs. **b)Tender Value:** Rs.1,07,295.37/- **c) Documents download starting date & time:** 29.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 05.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 07.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.–WBMAD/ULB/RSM/ 226/25-26 Dated 28.07.2025
E-Tenders are being Invited for: INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN SREEKHANDA WATER TANK, AT WARD NO.05 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 29.07.2025 at 11-00 hrs. **b)Tender Value:** Rs.1,07,295.37/-. **c) Documents download starting date & time:** 29.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 05.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 07.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid :** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া ক্যারেজ কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নোটিস নং আইএনওসিইউএলইউএমপিএলএএনটি-আর-কেপিএ-সি-২৫। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ক্যারেজ কমপ্লেক্স-এ ১০০ ঘন মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন x ২ টি আরসিসি ইনোকুলাম জেনারেটিং ফেসিলিটি প্ল্যান্ট নির্মাণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯৫,৩৩,২৯৬.২৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবেঃ** ২৪.০৭.২০২৫ থেকে ১৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in** -এ সম্পূর্ণ টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে। **প্রদেয় জামিন দরপ্রস্তাবঃ** ১,৯০,১০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৪ মাস (চার মাস)। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদ ঃ** ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের মেয়াদঃ** ০২.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৯ (উনসত্তর) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডারটি ১৬.০৮.২০২৮ তারিখ দুপুর ১টার পরে খোলা হবে।
MISC-144/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 228/25-26 Dated 28.07.2025
E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN PORA MATH NEAR KALI BARI MORE, AT WARD NO.05 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 29.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs.1,07,295.37/-. **c) Documents download starting date & time:** 29.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 05.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 07.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIT NO:- 01/BANNYESWAR GP/2025-26,(2nd Call) DATE:-28.07.2025.** The last date for submission of all tender is **04.08.2025 up to 14.00 Hours.**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIQ. No:- 03/PGP/2025-26. Date of publishing:- **28/07/2025 from 10.00 a.m.** Last date of Application : **08/08/2025 up to 3.00 p.m.** Date of Issue of tender paper: **12/08/2025 upto 3.00 p.m.** Last date of submission of tender paper: **14/08/2025 upto 3.30 pm.** Date of opening: **14/08/2025 at 4.00 pm.**
Sd/- Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/229/25-26 Dated 28.07.2025	Upgradation Of Earthen Road By Earth Filling Work At Various Places like Kurer Math, Sekh Para, Muchi Pra, Janata Math, In Ward No-34, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.7,56,810.00

Bid Submission end date: 06.08.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Re e-NIT No. 08/1 and 08/4/NGP/2025-26 (3rd Call) and e-NIT No. 09/1 to 09/4/NGP/2025-26 .** Published date: **28/07/2025.** Last date of Bid submission: **06/08/2025 up to 11:00 AM.** Date of opening: **08/08/2025 at 11:30 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
Walk-In Interview
A Walk-In Interview for appointment in the post of Health Officer (Contractual under UPHCS) will be held on **04/08/2025 at 2 p.m** in the Office Chamber of Chairman, Barrackpore Municipality. For details, please visit the website- **www.bkpmuty.in** and **www.wbsuda.org**
Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1	Construction of concrete road of Duttapara Bye Lane from Gorachand's house to Ashish's house & from Joydeb's house to DuttaBati main gate in Ward No. II under Joynagar Mozilpur Municipality.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/25/2024-25(2nd Call) SL1 to 4
2	Construction of concrete road of B.K. Bhattacharya Bye Lane from Arup's house to Ranjit's house & and from Sombhu's house to Poritosh's house in Ward No. II under Joynagar Mozilpur Municipality.	
3	Construction of concrete road of S.K. Dutta Bye Lane from Subrata's house to Bandi Mistry's house, from Manik Das's house to Murari's house & from Monsa Mondir to Shibram's house in Ward No. III under Joynagar Mozilpur Municipality.	
4	Construction of concrete road of Haridas Dutta Bye Lane from Golam's house to Anowar's house & from main road to Rajjak"s house in Ward No. IV under Jaynagar Mozilpur Municipality.	

Tender ID: **2025_MAD_883956_1 to 4**
Bid submission starting date: **29/07/2025at 09:00A.M.**
Bid submission closing date: **08/08/2025 at 5:30 P.M.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer,**
Joynagar Mozilpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২৯ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

উচ্চমাধ্যমিকের পর মৎস্যবিজ্ঞান

পড়িব মৎস্য, থাকিব সুখে !

অঙ্কুরেই বিনাশ? বহুল-চর্চিত এই প্রবাদের মর্মার্থ, এখন প্রত্যেক অভিভাবকের মর্মে। উচ্চমাধ্যমিকের পর, যদি সঠিক বিষয় নির্বাচন করা না যায়; নিজের সন্তানের চাকরি বা পেশাগত-জীবন প্রবেশের ক্ষেত্রে, বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে যাবে অঙ্কুরেই! গতানুগতিক বিষয় ছেড়ে, স্বল্প-পরিচিত, কিন্তু অধিক সম্ভাবনাময় বিষয়; মৎস্যবিজ্ঞান বা ফিশারিজ সায়েন্স নিয়ে পড়লে, আগামী দিনে কী ভাবে উজ্জ্বল হবে বর্তমান পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ; তা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন, অভিজ্ঞ পেশাপরামর্শক এবং ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক **অনিন্দ্য কিশোর**।

নীল বিপ্লবের হাতছানি

‘লিখিব, পড়িব, মরিব দুঃখে; মৎস্য মারিব, খাইব সুখে’; মধ্যযুগের এই শ্লোক আজকের দিনে কি আর চলে! যুগ বদলেছে, সঙ্গে বদলেছে প্রবাদও। আজকের নতুন স্লোগান হতেই পারে; ‘পড়িব মৎস্য, গড়িব ভবিষ্যৎ!’

ভাবছ, মাছ নিয়ে আবার পড়াশোনা কী? এ তো পুকুরে জাল ফেলার মতো সহজ বিষয়! এখানেই ভুল। আজকের মৎস্যবিজ্ঞান বা ফিশারিজ সায়েন্স মানে শুধু মাছ ধরা নয়। বরং, এটি এক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর এক বিরাট-জগৎ। এখানে রয়েছে জেনেটিক্স, বায়োটেকনোলজি,ইকোলজি, ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট এবং আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, ‘ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল।’ সেই মাছ-ভাতের সংস্কৃতিকে এক সম্মানজনক ও লাভজনক পেশায় পরিণত করার নামই ফিশারিজ সায়েন্স।

তাই, উচ্চমাধ্যমিকের পর গতানুগতিক ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দৌড়ে না গিয়ে, এই ‘নীল বিপ্লব’-এর শরিক হওয়ার সুযোগ কিন্তু তোমার দরজায় কড়া নাড়ছে।

কেন পড়ব মৎস্যবিজ্ঞান?

আজকের পৃথিবীতে মৎস্যবিজ্ঞান শুধু একটি অ্যাকাডেমিক বিষয় নয়, ভবিষ্যৎ-পেশা জগতের ‘হাজারদুয়ারি’। এর তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে।

- প্রথমত, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও খাদ্য সুরক্ষা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে, জলের বিশাল জগৎ আমাদের সামনে এক অফুরন্ত সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি ও স্থায়িত্বের মেলবন্ধন। আজকের অ্যাকোয়াকালচার বা বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষ সম্পূর্ণ প্রযুক্তি-নির্ভর। মাছের রোগ নির্ণয় (মাছের ডাক্তার!), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশবান্ধব চাষের মতো বিষয়গুলিই এর মূল ভিত্তি।
- তৃতীয়ত, বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং ‘ব্লু ইকোনমি’। মাছ থেকে তৈরি ক্যানড ফুড, ফিশ অয়েল ক্যাপসুল, বা অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছের চাষ এক বিশাল লাভজনক ব্যবসা। সমুদ্র ও জলজ সম্পদকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বাড়বে, তার প্রধান চালিকাশক্তি হবে এই মৎস্যবিজ্ঞানের স্নাতকেরাই।

কী পড়ানো হয় স্নাতক স্তরে?

ব্যাচেলর অফ ফিশারিজ সায়েন্স, একটি চার বছরের পেশাদার ডিগ্রি। এতে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক জ্ঞান; দুইয়েরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে মৎস্য জীববিজ্ঞান, অ্যাকোয়াকালচার, জলজ পরিবেশবিদ্যা, মাছের প্রজনন ও জেনেটিক্স, মাছের স্বাস্থ্য পরিচালনা, মাছ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং মৎস্য অর্থনীতি ও বিপণন।

কেমন কাটে একজন ফিশারিজ এক্সটেনশন অফিসারের দিন?

ভোর হতেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন হালিসহরের অনুপম (নাম পরিবর্তিত)। হুগলির এক প্রত্যন্ত ব্লকের ফিশারিজ এক্সটেনশন অফিসার তিনি।

গতকালের তাঁর প্রথম কাজ ছিল বলরামপুর গ্রামের সমীরণ মণ্ডলের পুকুর পরিদর্শন। সমীরণবাবু কয়েকদিন ধরেই মাছের মড়ক নিয়ে চিন্তিত। অনুপম পুকুরের জলের পিএইচ পরীক্ষা করলেন, মাছের নমুনা সংগ্রহ করে রোগের লক্ষণ বুঝলেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের পরামর্শ দিলেন। এরপর গেলেন এক সমবায় সমিতিতে। মাছ-চাষিদের জন্য সরকারি প্রকল্প; প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা বিষয়ে একটি ছোট সভা করলেন। দুপুরে ব্লক অফিসে ফিরে রিপোর্ট তৈরি আর বিকেলে আবার অন্য একটি গ্রামে হ্যাচারি পরিদর্শনে যাওয়া।

দিনশেষে বাড়ি ফেরার সময় অনুপমের মুখে থাকে তৃপ্তির হাসি। তাঁর পরামর্শের কারণে আজ হয়তো কয়েকটি গরিব পরিবার আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেল। এই পেশায় শুধু মাইনে নয়! আছে সম্মান আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আনন্দ।

কোথায় পড়বে?

পশ্চিমবঙ্গে: রাজ্যের সেরা ঠিকানা হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। এখানে মৎস্যবিজ্ঞান নিয়ে বিএসসি, এমএসসি ও পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা আইসিএআর পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়। এ ছাড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ বা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়-সম্পর্কিত কোর্স রয়েছে।

ভারতের সেরা কিছু প্রতিষ্ঠান: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন, মুম্বই; কেরল ইউনিভার্সিটি অফ ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান স্টাডিজ, কোচি; তামিলনাড়ু ড. জে জয়ললিতা ফিশারিজ ইউনিভার্সিটি, নাগাপট্টিনম, ইত্যাদি।

কিছু ভুল ধারণা: সত্যিটা জেনে নেওয়া যাক!

যে কোনও নতুন পেশা নিয়ে সমাজে কিছু ভুল ধারণা থাকে। আসুন, কয়েকটি প্রচলিত ধারণার সত্যি-মিথ্যা যাচাই করে দেখা যাক।

ধারণা এক: ফিশারিজ পড়া মানেই সারাদিন মাছের আঁশটে গন্ধ আর কাদামাখা কাজ। সত্যি একেবারেই না! এটি একটি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়। মাঠের কাজের পাশাপাশি এর বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরি। যেখানে জেনেটিক্স বা মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে গবেষণা হয়। রয়েছে ফুড প্রসেসিং ইউনিট। যেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাছ থেকে রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরি হয়। কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ডেটা অ্যানালিসিস, এক্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টের মতো কাজে কাদা বা আঁশটে গন্ধের কোনও স্থানই নেই।

ধারণা দুই: এই পেশাটি কেবল ছেলেদের জন্য। সত্যি এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। মেয়েরা আজ অত্যন্ত সফল ভাবে ফিশারিজ সায়েন্টিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উদ্যোগপতি এবং সরকারি অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। অনেক সরকারি যোজনায় মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য বিশেষ ভর্তুকি ও সুযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। সাহস এবং জ্ঞান থাকলে, লিঙ্গ কোনও বাধাই নয়।

ধারণা তিন: এই পেশায় থাকলে গ্রামেই জীবন কাটাতে হবে। সত্যি মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হলে গ্রামে যেতেই হয়। কিন্তু, সেটাই একমাত্র পথ নয়। শহরে অবস্থিত বিভিন্ন রপ্তানি সংস্থা, কনসালটেন্সি ফার্ম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদে কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এমনকি, বিদেশেও ভারতীয় মৎস্যবিজ্ঞানীদের চাহিদা বাড়ছে।

বেতন এবং পেশাগত উন্নতির সুযোগ

স্নাতকদের জন্য: সরকারি ক্ষেত্রে ফিশারিজ অফিসার, ইন্সপেক্টর বা বেসরকারি ফার্মে ম্যানেজারের চাকরি পাওয়া যায়। শুরুর বেতন বছরে প্রায় ৪-৬ লক্ষ টাকা।

এমএসসি ও পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের জন্য: এঁদের জন্য গবেষণা এবং শিক্ষকতার দরজা খুলে যায়। আইসিএআর-এর বিজ্ঞানী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বেতন বছরে ৯-১০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি হতে পারে।

শুধু চাকরি নয়, নিজেই হও নিজের বস

এই ডিগ্রি আপনাকে শুধু চাকরিপ্রার্থী বানাবে না, চাকরিদাতা হওয়ার সুযোগও এনে দিতে পারে।

- **সাফল্যের গল্প ১:** নদিয়ার মেয়ে রুবিনা সুলতানা (নাম পরিবর্তিত)। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনাদ থেকে ভর্তুকি নিয়ে তিনি শুরু করেছেন ‘বায়োফ্লক’ পদ্ধতিতে মাছ চাষ। অল্প জায়গায়, কম জলে তিনি বিপুল পরিমাণ মাছ উৎপাদন করে আজ শুধু স্বনির্ভর নন, আরও পাঁচজন কর্মীর কর্মসংস্থান করেছেন।
- **সাফল্যের গল্প ২:** ড. সৈকত মাইতি (নাম পরিবর্তিত)। সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন, মুম্বইয়ের প্রাক্তনী। আজ তিনি একটি জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রে বাগদা চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর তৈরি নতুন ভ্যাকসিন হয়তো একদিন ভারতের চিংড়ি রপ্তানিতে বিপ্লব আনবে।

তুমিও শুরু করতে পারো নিজের হ্যাচারি, রঙিন মাছের খামার, মাছের খাবার তৈরির কারখানা বা প্রক্রিয়াকরণের ইউনিট। সরকার পাশে আছে। দরকার শুধু তোমার সদিচ্ছা এবং বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ।

শেষ কথা

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে অমৎস্য মারিব, খাইব সুখেদ প্রবাদটি এখন অতীত। আজকের মন্ত্র হল, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছের চাষ করে নিজে স্বনির্ভর হওয়া এবং দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। যাদের জল, প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা আছে, তাদের জন্য ফিশারিজ সায়েন্স এক রোমাঞ্চকর এবং সুরক্ষিত কেরিয়ারের ঠিকানা।

ওবিসি সংক্রান্ত মামলার জটিলতা কাটিয়ে রাজ্যে নিয়মমাফিক নিয়োগপ্রক্রিয়া চালু হোক

শুভজিৎ বসাক

অদূর ও সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চিত মূল ইস্যুটি হল সর্বোচ্চ আদালত থেকে নির্দেশিত ওবিসি সার্টিফিকেটের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় বিভিন্ন পরিসরে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি স্থগিত হয়ে যাওয়া এবং এতে বেকারত্বের সাথে সাধারণ মানুষের আক্ষেপ ও হতাশা দুইই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলতঃ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে এই পর্যবেক্ষণ করে মামলা দাখিল হয়েছে যে রাজ্যে প্রায় ১১ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী ২০১১ সালের পর থেকে এই ওবিসি তালিকায় নাম তুলেছে যাদের অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বিষয়টিকে রাজনীতির আঙ্গিনায় এনে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে কারণ অনেক পরিবার থাকে যাদের মূল বসতভূমি এখানে থাকলেও কাজ করতে ভিন রাজ্যে বা অঞ্চলে যেতে হয়। একথাও সাপেক্ষ যে শুধুই সার্টিফিকেট জোগাড় করে পেটের ক্ষিধে মেটানো অসম্ভব এবং তারা যদি সেটা নিবৃত্তি করে ২০১১ সালে বা তার পরে যথাযথ নথি নিয়ে নাম দাখিল করতে চায় সেক্ষেত্রে বলতেই হয় যে বিষয়টি আজ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জটিলতার পর্যায়ে পড়েছে। একইসাথে সংকটময় পরিস্থিতি তাদের মধ্যেও এসেছে যারা এখানেই ছিল, বাইরে যায়নি কিন্তু ২০১১ সালের পরে এই তালিকাভুক্ত হয়েছে অথচ তার পরিবারবর্গ নিয়মমাফিক ওবিসি তালিকাভুক্ত- অতএব আইনি জটিলতা বৃদ্ধি করে রাজ্যকে বিপদে ফেলাই কিছু রাজনীতিকদের চিন্তা হয়ে গিয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে বর্তমান সময়ে সহজেই জন্ম সার্টিফিকেট হাসপাতাল থেকে পাওয়া গেলেও ২০১১ সালের এর আগে সেটা সহজে মিলত না এবং প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে অনেকেই পরে জন্ম সার্টিফিকেট তুলেছে তাহলে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এটিকেও ইস্যু করে নানা সমস্যা করতেই পারে রাজনীতিক সুযোগসন্ধানীরা।

ভারত যখন স্বাধীন হয় সেইসময়ে অনগ্রসর জাতিকে এগিয়ে আসতে সংরক্ষণ প্রথার চল শুরু হয় যা আজও চলমান। যারা ওবিসি আওতাভুক্ত তাদের জন্য ৩০-৩৫ শতাংশ নম্বরেই পাশ মার্কস রাখা হলেও আজকের প্রযুক্তির যুগে সকলেই মেধাবী হয়ে এগিয়ে যেতে চায়। ফলতঃ আজকাল ৯৮ থেকে ১০০ শতাংশ প্রাপকদের তালিকায় ওই পাশ

মার্কস কোনও যোগ্যতাই প্রদান করতে পারেনা এবং ওবিসি বা যেকোনও সংরক্ষণ আসন নির্দিষ্ট থাকলেও যদি একজন সংরক্ষণ আওতাভুক্ত পরীক্ষার্থী জেনারেলের থেকেও বেশি নম্বর পায় তাহলে তাকে জেনারেল পরীক্ষার্থী তার সমান নম্বর না পেলে জেনারেল আওতাভুক্ত করা হয়। অতএব তারা শিক্ষার মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়ে এগিয়ে চলতে পেরেছে। প্রসঙ্গত, ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ আসন প্রতিটি চাকরির পরীক্ষায় নির্দিষ্ট থাকায় প্রশাসনের উচিৎ এই নির্দিষ্ট শতাংশ আসন বাদ দিয়ে বাকি ৮৯ শতাংশ আসনে পরীক্ষা নেওয়া। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারি বিশেষ কিছু বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় ওবিসি আসনের পরীক্ষার্থীদের জেনারেল আসনের জন্য ইচ্ছুক হলে ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষায় বসতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই নির্দেশ পালিত হয়। অতএব এভাবে বিষয়টিকে ভাবা হলে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ পালন করেই রাজ্যে নিয়মমাফিক নিয়োগপ্রক্রিয়া আবার শুরু করে বেকারত্ব নিরসনে প্রচেষ্টা শুরু করা যেতে পরে।

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে বেশ কিছু রাজনীতিক, রাজনৈতিক দল পদে পদে হেনস্থা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলি, শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সবকিছু রাজ্য সরকার নিয়োজিত স্থায়ী কর্মীদের দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অহেতুক এই মামলা গুরুত্বপূর্ণ পরিসরগুলিতে নিয়োগ স্থগিত করেছে। যদি তাইই হয়, রাজ্য থেকে অনেক ওবিসি আওতাভুক্ত যারা ২০১১ সালের পরে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং এখন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থায়, প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত রয়েছে এবং রাজ্যে যদি এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হয় তাহলে তাদেরকেও সমান নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হোক অথচ সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির স্বার্থ জড়িয়ে থাকার দরুন তাকে বলবৎ করা হয় না।

এভাবে রাজ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সকলপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ পরিসরে নিয়োগ স্থগিত করিয়ে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা বেকারত্বকে মুখ্য ইস্যু করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বদ্ধপরিকর রাজনৈতিক সুবিধাভোগীরা অথচ রাজ্যের উন্নয়নে বা বেকারত্ব দূরীকরণে কোনও পরামর্শ বা নতুন দিক রাজ্যকে দেখাতে সফল হলে এমন বদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির ভাবনা আসতে পারত না। এভাবে সাধারণ মানুষের অনুভবকে, স্বপ্নকে অপব্যবহার করে রাজ্য দখলে আগ্রাসী রাজনীতিকদের বিরক্ত হয়ে অতীতের মতো আবারও সমূলে উৎপাটন করে তাদের অসফল করবে, নতুন বাংলা এগিয়ে চলবে।